মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99

নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ২৪ সংখ্যা	পুরুল্যা	২৪ এপ্রিল, ২০২৪, বুধবার	১১ বৈশাখ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 24 Issue	Purulia	24 April, 2024, Wednesday	11 Baishakh, 1431	Price- Rs.3.00	

নিয়োগ-রায়কে নিয়ে কোনও মন্তব্যই করলেন না অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল করার রায় দিয়েছিল। তার অব্যবহিত পরেই রায়গঞ্জের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই রায়কে 'বেআইনি' বলে সরব হয়েছিলেন। কিন্তু ওই রায়দানের পরে ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও পরে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির জনসভা থেকে আদালতের রায় নিয়ে কোনও মন্তব্যই করলেন না তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার অভিষেক যখন দার্জিলিং লোকসভার প্রচারে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন প্রায় কাছাকাছি সময়েই বীরভূম লোকসভার তারাপীঠে ভাষণ দিচ্ছিলেন মমতা। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "বিজেপির একটা কথায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি গিয়েছে! তাদের বলছে কিনা ৮ বছরের মাইনে সুদ-সহ ফেরত দাও!" কিন্তু অভিষেক সেই প্রসঙ্গে ঢোকেনইনি। বরং কেন্দ্রের বঞ্চনা এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নের তুলনামূলক আলোচনাতেই নিজের বক্তৃতাকে সীমাবদ্ধ রাখেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী। কেন অভিষেক ওই বিষয়ে কোনও কথা বললেন না, তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে জল্পনা শুরু হয়েছে। অভিষেক তাঁর বক্তৃতায় একবার বলেছেন, "অনেক ভাবেই তো চেষ্টা হচ্ছে। তাতেও তৃণমূলকে হারাতে পারছে না।" সেই 'চেষ্টা' কী, সে ব্যাপারে বিশদে কিছু বলেননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অনেকের মতে, হতে পারে এটাই মমতা-অভিষেকের 'পারস্পরিক বোঝাপড়া'। কারণ, হাই কোর্ট রায় দিয়েছে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ নিয়ে। মমতা মুখ্যমন্ত্রী। তাই তিনিই জবাব দিচ্ছেন। চাকরিপ্রার্থীদের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন। মমতা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে। পক্ষান্তরে, অভিষেক সংগঠন এবং দল দেখেন। সরকারে তাঁর কোনও প্রকাশ্য ভূমিকা নেই। ফলে তিনি ওই সরকারি বিষয় থেকে দূরে থেকেছেন। অভিষেক তাই কেন্দ্রের 'ঢক্কানিনাদ' এবং রাজ্যের 'উন্নয়ন বাস্তবায়ন'-এর প্রেক্ষাপটেই বক্তৃতা করেছেন। আগামী শুক্রবার, ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোটে দার্জিলিঙে ভোটগ্রহণ। গত ১৫ বছর ধরে ওই আসনটি বিজেপির দখলে রয়েছে। মঙ্গলবারের সভা থেকে অভিষেক বলেন, "দার্জিলিঙে সব দলকে আপনারা সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু কেউ কিছু করেনি। একবার তৃণমূলকে জেতান"!

পিএসসির চেয়ারম্যান পদ কাঞ্জিলালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ মুকুল রায় ও কৃষ্ণ কল্যাণীর পর বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হলেন আরও এক দলবদলু বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। মঙ্গলবার বিধানসভায় এসে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন তিনি। বুধবার বিধানসভায় পিএসির চেয়ারম্যান হিসাবে নিজের প্রথম বৈঠক করবেন সুমন। গত ১০ মার্চ ব্রিগেড সমাবেশে বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীকে রায়গঞ্জ লোকসভায় নিজেদের প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করে তৃণমূল। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আশা এই বিধায়কের তাই ইস্তফা দেওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছিল। মনোনয়ন দাখিলের আগে কৃষ্ণ বিধানসভায় এসে নিজের বিধায়ক পদের সঙ্গে পিএসির চেয়ারম্যানের পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। তারপর সুমনকে পরবর্তী চেয়ারম্যান করার কথা জানানো হয়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার আসন থেকে বিজেপির প্রতীকে জয়লাভ করেছিলেন পেশায় সাংবাদিক সুমন। কিন্তু ২০২৩ সালে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন তিনি। কৃষ্ণের ইস্তফার পরেই তৃণমূল পরিষদীয় দলের তরফে সুমনকে পরবর্তী পিএসি চেয়ারম্যান করার কথা জানানো হয়েছিল। ১৯ এপ্রিল আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচন ছিল। সেই ভোটে তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিক বরাইকের হয়ে প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন সুমন। গত শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের ভোট পর্ব শেষ হলে মঙ্গলবার কলকাতায় এসেছেন আলিপুরদুয়ারে এই দলবদলু বিধায়ক।

ইডির কাছে এবার হাজার বিঘা জমির তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে এ বার নতুন তথ্য পেল ইডি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, সন্দেশখালি এবং তৎসংলগ্ন এলাকাগুলির 'বেতাজ বাদশা' শাহজাহান ওই এলাকার প্রায় হাজার বিঘা জমি নিজের 'আয়ত্তে' নিয়ে এসেছিলেন। বসিরহাটের একটি ছোট্ট দ্বীপ সন্দেশখালি। হাজার বিঘার অনেক কম জমি সেখানে। তার বাইরে সরবেড়িয়া, ধামাখালি-সহ অন্য এলাকাগুলিতেও প্রতিপত্তি ছিল শাহজাহানের। ইডি সূত্রে খবর, তাদের কাছে আসা তথ্য অনুযায়ী এই এলাকাগুলিতেই সব মিলিয়ে হাজার বিঘা জমি লিজ় নিয়েছিলেন শাহজাহান। তবে স্বনামে নয়। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সমস্ত জমি কেনা হয়েছিল শাহজাহান ঘনিষ্ঠ শিবপ্রসাদ হাজরা এবং তাঁর ছেলেকে সামনে রেখে। এ ছাড়াও আরও অনেকের নামের আড়াল নিয়ে শাহজাহান ওই জমি লিজ় নিয়েছিলেন বলেও জানা গিয়েছে ইডি সূত্রে। তবে গোটাটাই এখন রয়েছে তদন্তের পর্যায়ে। ইডি সূত্র জানা গিয়েছে, এই সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখতে সন্দেশখালি এলাকায় সরেজমিনে তদন্ত চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে জমি সংক্রান্ত দফতরগুলির থেকেও খবরাখবর নেওয়ার পালা চলছে। যেহেতু ইডির কাছে আসা তথ্য অনুযায়ী শাহজাহান ওই হাজার বিঘা জমি লিজ় নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে, তাই গোয়েন্দারা খতিয়ে দেখছেন, লিজ় সংক্রান্ত কাগজপত্র রয়েছে কি না। কার থেকে সেই লিজ় নেওয়া হয়েছে। বিনিময়ে কত অর্থের আদান প্রদান হয়েছে, এই সব কিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

'ভুল হয়েছে বললে আমরা সংশোধন করে দিতাম'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল নিয়ে মঙ্গলবারও প্রতিবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি জানালেন যে, কোথাও একটা 'ভুল' হয়েছে। কিন্তু তার জন্য কেন 'চাকরি খাওয়া' হল, সে প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে বিজেপির দিকেও আঙুল তুলেছেন তৃণমূলনেত্রী। জানালেন, আগে জানানো হলে তাঁরাই ভুল সংশোধন করে নিতেন। এ কথাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, সেই 'ভুল' তিনি করেননি। কারণ, সব দফতরই আলাদা। কলকাতা হাই কোর্ট এসএসসি দুর্নীতি মামলার যে রায় দিয়েছে সোমবার, তাতে ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। রায় ঘোষণার পরেই রায়গঞ্জের জনসভা থেকে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মমতা। মঙ্গলবারও ভাতারের জনসভা থেকে প্রতিবাদ জানান মমতা। সেই সঙ্গে জানান, 'ভুল' হয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সেই ভুল সংশোধন করতে বললে তা করেও নিতেন। কিন্তু সে কারণে এত জনের চাকরি কেন বাতিল করা হল, সেই প্রশ্নই তুললেন তৃণমূলনেত্রী। মমতার কথায়, "যদি বলতেন, এখানে অসুবিধা রয়েছে, এটা তোমার ভুল হয়েছে, তোমরা সংশোধন করো, আমরা করে দিতাম।" কিন্তু মমতার দাবি, তা না করে 'একতরফা রায়' দিয়ে চাকরি বাতিল করা হল। ভুল হলেও সেই ভুল তিনি করেননি, সে কথাও স্পষ্ট করেছেন মমতা। তিনি বলেন, "ভুল তো যে কোনও কেউ করে দিতে পারে। সবটা কি আমি করি? আমি করি না। শিক্ষা দফতর আলাদা। এসএসসি আলাদা। প্রাথমিক বোর্ড, মাধ্যমিক বোর্ড, কলেজ কমিশন আলাদা রয়েছে। এগুলি (নিয়োগ) তারা দেখে।" তার পরেই মোদী সরকারকে আক্রমণের ধার বাড়িয়েছেন মমতা। তিনি জানিয়েছেন, 'মোদীবাবু' ভোট চাইলেও একটা লোককেও চাকরি দেননি। ভারতে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্টে তাঁরা যাঁদের চাকরি দিয়েছেন, আদালতের মাধ্যমে তাঁদের চাকরি বাতিল করা হয়েছে। হাই কোর্ট যে কেন্দ্রের অধীনে, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মমতা। তাঁর কথায়, "আমরা বাংলায় যখন চাকরি দিই, আপনারা কোর্টকে দিয়ে চাকরি খেয়ে নেন"।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

গাড়ির দাম আবারও কমিয়েছে টেসলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ বিশ্বের বড় বড় বাজারে আবারও গাড়ির দাম কমিয়েছে বৈদ্যুতিক গাড়ি কোম্পানি টেসলা। মূলত গাড়ি বিক্রি কমে যাওয়ায় বাজার ধরে রাখতে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জার্মানির বাজারে গাড়ির দাম কমিয়েছে মার্কিন এই কোম্পানি। তবে সব বাজারে একই হারে দাম কমায়নি তারা; একেক বাজারে এককে হারে দাম কমানো হয়েছে। বিবিসির সংবাদে বলা হয়েছে, বছরের প্রথম তিন মাসে বিশ্ববাজারে গাড়ি বিক্রি অনেকটা কমে যাওয়ায় দাম কমানোর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে টেসলা। বছরের প্রথম প্রান্তিকে টেসলা মাত্র ৩ লাখ ৮৭ হাজার বৈদ্যুতিক গাড়ি ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছে। ফলে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় টেসলার গাড়ি বিক্রি কমেছে ৮ শতাংশ। চীনের বৈদ্যুতিক গাড়ি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বড় ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েছে টেসলা। চীনা কোম্পানির গাড়ির দাম কম হওয়ায় কুলিয়ে উঠতে পারছে না তারা। সে কারণে আবারও দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিল টেসলা। টেসলার কর্ণধার ইলন মাস্ক নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বলেছেন, চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের সামঞ্জস্য রাখতে টেসলার গাড়ির দাম সময়-সময় পরিবর্তন করতে হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে লেনদেন শেষ হওয়ার পর টেসলা বছরের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করবে। সংবাদে বলা হয়েছে, চীনের বাজারে পরিবর্তিত মডেল ৩-এর গাড়ির দাম ১৪ হাজার ইউয়ান কমানো হয়েছে; এই গাড়ির দাম বর্তমানে ২ লাখ ৩১ হাজার ৯০০ ইউয়ান। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে মডেল ওয়াই, মডেল এক্স এবং মডেল এসের গাড়ির দাম গত শুক্রবার ২ হাজার ডলার কমানো হয়েছে। এ ছাড়া রয়টার্সের সূত্রে জানানো হয়েছে, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক দেশে টেসলার গাড়ির দাম কমানো হয়েছে। টেসলা এক বছর ধরে গাড়ির দাম কমাচ্ছে। চীনের সস্তা গাড়ির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে তারা আগ্রাসীভাবে দাম কমাচ্ছে, এমনকি সে জন্য তারা মুনাফায়ও ছাড় দিচ্ছে। বৈদ্যুতিক গাড়ির জগতে টেসলার গাড়িগুলো কিছুটা পুরোনো হয়ে গেছে। সেই গাড়িগুলোর আধুনিকায়নে কিছুটা ধীরগতিতে এগোচ্ছে টেসলা, অথচ তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিচিত চীনের বিওয়াইডি এবং নিও সস্তা দামের বিভিন্ন মডেলের গাড়ি বাজারে আনছে। চীনের স্মার্টফোন কোম্পানি শাওমিও গত মাসে প্রথমবারের মতো বৈদ্যুতিক গাড়ি বাজারে এনেছে। তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে টেসলা সারা বিশ্বে অন্তত ১০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে আশা-আশঙ্কা, সুদ কমানোর সওয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ আর্থিক বৃদ্ধির হারকে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষমতা অনুযায়ী মাথা তোলার সুযোগ দিলে, তবে যুব সম্প্রদায়ের জন্য তৈরি হবে কাজ এবং লগ্নিও আসবে। এই যুক্তিতেই সোমবার দেশে সুদ কমানোর পক্ষে সওয়াল করলেন রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণনীতি কমিটির দুই সদস্য অসীমা গয়াল এবং জয়ন্ত বর্মা। তবে কমিটির আর এক সদস্য শশাঙ্ক ভিদে অর্থনীতির ধারাবাহিক অগ্রগতি নিয়ে আশাবাদী। গত অর্থবর্ষে দেশে ৭.৬% আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে। ভিদের ধারণা, ভাল বর্ষা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হাত ধরে চলতি অর্থবর্ষেও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তা ৭% বা তার বেশি হতে পারে। বর্মার অবশ্য দাবি, বৃদ্ধির গতি শ্লথ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাই এ বছর তার পূর্বাভাস ৭ শতাংশে থমকেছে। সংশ্লিষ্ট মহল মনে করাচ্ছে, বিভিন্ন রাজ্যে চলতে থাকা তাপপ্রবাহ কিংবা তীব্র তাপপ্রবাহের জেরে কৃষি উৎপাদনের ঝুঁকির মুখে পড়ার কথা। এখনও বাজারে আনাজ-সহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের দাম চড়া। আবহাওয়ার কারণে উৎপাদন কমলে জোগানে ধাক্কা মূল্যবৃদ্ধিকে ফের ঠেলে তুলতে পারে। তার উপর পশ্চিম এশিয়া-সহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ভূ রাজনৈতিক উত্তেজনা বাণিজ্য বৃদ্ধির পথেও কাঁটা। ফলে বৃদ্ধির প্রত্যাশা পূরণ হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন বহাল। তবে খাদ্যপণ্যের (আনাজের মতো পচনশীল পণ্য) দামে লাগাম পরাতে না পারার কারণ যে আবহাওয়াই, তা মেনে ভিদে বলেছেন, দীর্ঘ মেয়াদে তা স্থিতিশীল করতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অন্যতম প্রধান শর্ত। এই দাবিও করেছেন, আন্তর্জাতিক পরিবেশ দেশের অগ্রগতির পথে বড় বাধা। তাঁর কথায়, "এক দিকে বিশ্ব বাজারে চাহিদার শ্লথ পুনরুজ্জীবন ও অন্য দিকে জোগান-শৃঙ্খলের সঙ্কট...চলতে থাকা ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত যদি দ্রুত মেটানো না যায়, তবে তা চাহিদা ও কাঁচামালের দামের নিরিখে ঝুঁকি তৈরি করবে। ...উৎপাদনে চরম আবহাওয়ার প্রতিকূল প্রভাব যতটা সম্ভব কমানোর জন্যও তৈরি থাকতে হবে।" তাই দীর্ঘ মেয়াদে জোগান, পণ্য মজুতের জন্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণেও জোর দিয়েছেন তিনি। এ দিন অসীমার দাবি, কর্মসংস্থান ও লগ্নি বাড়াতে আর্থিক বৃদ্ধির হারকে আরও উপরে উঠতে হবে। মূল্যবৃদ্ধি সহনসীমার মধ্যে ও লক্ষ্যের (৪%) দিকে নামছে। ফলে সুদ কমিয়ে আরও উঁচু হারে বৃদ্ধির সাধ্য রয়েছে দেশের। যদিও মূল্যবৃদ্ধির সামনে অনিশ্চয়তা রয়েছে বলেই যে রেপো রেট (যে সুদে আরবিআই ব্যাঙ্ককে ধার দেয়) সাতটি ঋণনীতিতে ৬.৫ শতাংশে স্থির, তা মেনেছেন তিনি। জোগান সঙ্কটের কারণে পণ্যের দামে অস্থিরতা নিয়ে এর আগে সতর্ক করেছেন আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাসও। এই অবস্থায় বর্মার বক্তব্য, "সুদ কমানোর পক্ষে আমার ভোট বাড়তে থাকা প্রকৃত সুদের (রেপো থেকে মূল্যবৃদ্ধি বাদ দিয়ে) বিরুদ্ধে, বিশেষত যখন এর ফলে বৃদ্ধিতে ঝিমুনি আসছে। ...উঁচু প্রকৃত সুদ বাধা হতে পারে বেসরকারি ক্ষেত্রের লগ্নির পথেও।" এদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর বিশ্ব অর্থনীতিকে ৩৮ লক্ষ কোটি ডলার করে মূল্য চোকাতে হবে বলে দাবি করা হল পোট্‌সডাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইম্যাট রিসার্চের বিজ্ঞানীদের করা এক সমীক্ষায়।

সোনা (১০গ্রাম): ৭২৭২৩
রূপা (১ কেজি) : ৮১৫৯৪
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৫২

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৩৬৪৮.৬২
নিফটি—	২২৩৬৮.০০
ন্যাসডাক—	১৫৪৫১.৩১
এ.সি.সি—	২৪৫১.৩০
ভারতী টেলি—	১৩৪২.৩০
ভেল—	২৬০.১৫
এল এন্ড টি —	৫১৯৫.৫৫
টাটা মোটর্স—	৯৮৬.৬০
টি.সি.এস. —	৩৮৭৪.২০
টাটা স্টিল—	১৬১.১০
ডাবর —	৫০৭.২০
গোদরেজ —	৮৫৪.০০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৫০৭.২০
আই.টি.সি.—	৪২৯.২০
ও.এন.জি.সি.—	২৭৬.৭০
সিপলা —	১৩৪৭.৭০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৩৬২.৯০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৪৮৬.৬০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক–	১০৯০.২৫
সেল—	১৫২.২৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৭৩.৭৫
সিমেন্স—	৫৭০০.২০
ফাইজার—	৪১৭৯.০০
ইউনিটেক—	১১.১৭
উইপ্রো—	৪৬২.০০
ডা. রেড্ডি—	৫৯৪৭.৩০
মারুতি—	১২৯৭৪.৩৫
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১০৫৬.৪৫
টি সি আই —	৮৬১.৮৫
মহানগর টেলি —	৩৭.৯৮
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২২৪.৩৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ২৪ এপ্রিল

১৬৮৯ লন্ডনবেরি এলাকাটি দখলের জন্য লড়াই শুরু হয়। এই লড়াই অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। **১৮০৮** তৃতীয় নেপোলিয়নের জন্ম। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের সম্রাট। ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্স ক্রমশ, অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখল করে ফলে, দেশে প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটে। নেপোলিয়ন প্রথম ছিলেন কনসুলেট। তিনি প্রথম প্রজাতন্ত্রের আমলেই ফ্রান্সের রাজনীতি ঢুকে পড়েন। ১৭৯৯ থেকে ১৮০৪ সাল পর্যন্ত ফার্স্ট কনসাল ছিলেন তিনি। পরে নিজেই সম্রাট হন। ১৮১৫ সালের পর সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের পরে বুরবোঁ রাজবংশের ফের উত্থান ঘটে কিন্তু ১৮৪৮ সালে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে লুই নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখল করে। তার পরে ১৮৫২ সালে তৃতীয় নেপোলিয়ান সম্রাট হয়ে বসেন ফ্রান্সে। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতাই ছিলেন। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

১৮৯১ ইবসেনের নাটক হেড্ডা গাবলার ইংরেজিতে প্রথম লন্ডনে অভিনীত হয়। লন্ডনের হুদাভিল থিয়েটার হলে এটি অভিনয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের মধ্যে রীতিমতো সাড়া পড়েগিয়েছিল। হেনরিক ইব সেন ছিলেন একজন স্ক্যান্ডি নেভিও নাট্যকার। তিনি প্রখ্যাত কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। তার মধ্যে আছে এ ডলস হাউস, দ ওয়াল্ড ডাক, দ মাস্টার বিল্ডার, পির গিন্ট এবং ব্রান্ড প্রভৃতি। ইবসেনের জন্ম হয়েছিল ১৮২৮ সালে। তার মৃত্যু হয় ১৯০৬ সালে।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯২২

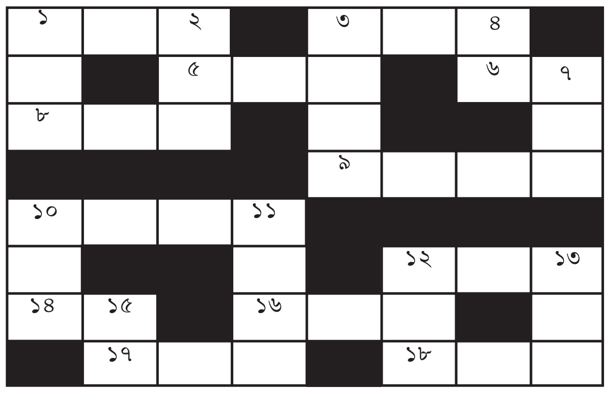

পাশাপাশি ঃ- ১) শূকর জাতীয় এক জানোয়ার। ৩) শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম। ৫) নন্দিনী। ৬) রজ্জু। ৮) রঙবাহারি। ৯) শরীরে চিত্রিত চন্দনের রেখা। ১০) লম্বা দন্ডওয়ালা প্রদীপ। ১২) জিনিসপত্র কেনাবেচা। ১৪) কবিতা রচনা করা যার কাজ। ১৬) ঘায়েল। ১৭) পর্যটন। ১৮) খাদ্য দ্রব্য।

উপরনীচ ঃ- ১) এর বচন অনেক সময় সত্যি হয়। ২) রতন ভালভাবে যে চেনে। ৩) এ রাজ্যের এক মন্দির শহর। ৪) কনের বিপরীত। ৭) সুগন্ধিত সাদা ফুল। ১০) শিবের সিঙ্গা। ১১) বিষাক্ত শরীর যেমন হয়। ১২) রন। ১৩) জামাই/জামাতা। ১৫) পদ্মের কুঁড়ি।

উত্তর - ৫৯২১

পাশাপাশি ঃ- ১) বঞ্চিত ৩) প্রভাবতী ৪) মারুতি ৬) তরল ৭) অবশ্যকাজ ৮) নিয়মবদ্ধ ৯) আবক্ষ ১১) হড়প ১২) সবাসন ১৩) নগ্নতা।

উপরনীচ ঃ-১)বরাত ২) তমাল ৩) প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ৪) তীরন্দাজ ৭) অবগাহন ৮) নিরলস ৯) আপন ১০) ক্ষমতা।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১১ বৈশাখ, ভাঃ ৪ বৈশাখ, **২৪ এপ্রিল** ১১ বহাগ, ১ বৈশাখ বদি, ১৪ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৮। **বুধবার,** প্রতিপদ অহোরাত্র। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।১ মিঃ। অসৃক্‌যোগ শেষরাত্রি ঘ ৪।৩৯ মিঃ। বালবকরণ, অপরাহ্ন ঘ ৫।৮ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**—তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ঘ ১২।১ গতে দ্বিপাদ দোষ। **মৃতে**— দোষ নাই। **যোগিনী**- পূর্ব্বে। **কালবেলাদি**- ঘ ৮।২৫ গতে ১০।০ মধ্যে ও ১১।৩৬ গতে ১।১১ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ২।২৫ গতে ৩।৪৯ মধ্যে। **যাত্রা**-মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১২।১ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**-গাত্রহরিদ্রা অব্যুঢ়ান্ন নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ। **বিবিধ**-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ -পরনির্ভরতা। **বৃষ**-আশার সঞ্চার। **মিথুন**- ধর্ম্মে আসক্তি। **কর্কট** - মতানৈক্য। **সিংহ**- বিরোধীতা। **কন্যা**-দুর্ভোগ। **তুলা**-বন্ধুলাভ। **বৃশ্চিক**-উদ্বেগ। **ধনু**-অর্থক্ষতি। **মকর**- চিন্তামুক্ত। **কুম্ভ**- বৈষয়িক উন্নতি। **মীন** - চিত্তবিক্ষেপ।

আগামীকাল

মেষ -অযথা ব্যয়। **বৃষ**-হঠাৎ প্রাপ্তি। **মিথুন** - সফলতা। **কর্কট**-সুখভোগ। **সিংহ**-বিত্তনাগ। **কন্যা**-বিষাদগ্রস্ত। **তুলা**-গৌরব বৃদ্ধি। **বৃশ্চিক**-বাতজ ব্যয়। **ধনু**- আর্থিক চিন্তা। **মকর**- দালালিতে লাভ। **কুম্ভ**- চৌর্যভয়। **মীন**-বিদ্যানুরাগ।

জেলায়-জেলায়

দেওয়াল দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষে আক্রান্ত শিশুও

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৩ এপ্রিলঃ নির্বাচনের মুখে ফের উত্তেজনা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের শিবডাঙ্গা গ্রামে। সোনামুখী থানার ওই গ্রামে দেওয়াল দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, এলাকার একাধিক দেওয়ালে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখনের জন্য চুন দিতেই তাঁদের উপর হামলা চালায় তৃণমূল। মারধর করা হয় এক শিশু-সহ মোট সাত জন বিজেপি কর্মীকে। ঘটনায় এক বিজেপি কর্মী গুরুতর আহত হন। তৃণমূল হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই বারংবার অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত হয়েছে বিষ্ণুপুর। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই তৃণমূল বিজেপির মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমশ সংঘর্ষের চেহারা নিচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সোনামুখী থানার শিবডাঙা গ্রামে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর সমর্থনে দেওয়াল লিখনের প্রস্তুতি নেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। গ্রামের একাধিক দেওয়ালে চুনের প্রলেপ লাগানো হয়।

অভিযোগ, সোমবার রাতে বিজেপি কর্মীদের উপর চড়াও হয়ে স্থানীয় তৃণমুল কর্মীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় গ্রামে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে কোনও দেওয়াল লিখন করা চলবে না। বিজেপি কর্মীরা বিষয়টির প্রতিবাদ জানালে তৃণমূল কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে রড, লাঠি ও টাঙি নিয়ে বিজেপি কর্মীদের ওপর চড়াও হয়ে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, পরিবারের মহিলা ও শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। পরে আহত অবস্থায় ৭ জন বিজেপি কর্মীকে স্থানীয় সোনামুখী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এক বিজেপি কর্মীর আঘাত গুরুতর থাকায় রাতেই তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

বিজেপির দাবি বিষ্ণুপুর লোকসভায় নিজেদের হার নিশ্চিত জেনে এখন তৃণমূল কর্মীরা মরিয়া হয়ে এই হামলা চালাচ্ছে। তৃণমূলের তরফে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি প্রার্থী যে সমস্ত এলাকায় পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছেন না সেই জায়গায় তিনি লড়াই লাগিয়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে বিজেপি কর্মীরাই তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়ে মারধর করেছে। বিজেপি কর্মীরা কেউ আহত হয়ে থাকলে তা বিজেপির অন্তর্কলহের জের। এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই।

গরমের ছুটিতে বন্ধ থাকা স্কুলে তালা ভেঙে অশ্লীল ছবি এঁকে গেল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৩ এপ্রিলঃ সরকারি নির্দেশে স্কুল ছুটি। সাজানো গোছানো বন্ধ সেই স্কুলে হানা দিল দুস্কৃতীরা। কষ্ট করে একের পর এক তালা ভেঙে স্কুলের মেঝেতে চক দিয়ে ছবি এঁকে চম্পট দিল। না। কোনও ভাল ছবি নয়। ছবির বিষয় বেশিরভাগই অশালীন। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বাঁকাজেটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এমন ঘটনায় হতবাক শিক্ষক থেকে অভিভাবকরা।

অত্যধিক গরমের কারণে রাজ্যের আর পাঁচটি স্কুলের মতো গত শনিবার স্কুল ছুটি ঘোষণা করেন বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বাঁকাজেটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। দীর্ঘ সময় ধরে স্কুল ছুটি থাকবে এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে দরজা জানালায় ভাল করে তালাবন্ধ করে দেন শিক্ষকরা। চুরি যাওয়ার ভয়ে খুলে রাখেন পানীয় জলের কলের ট্যাপগুলিও।

এরপর আজ সকালে স্থানীয় এক আইসিডিএস কর্মী স্কুলের শিক্ষককে ফোন করে জানান স্কুলের অধিকাংশ ক্লাসরুমের দরজার সমস্ত তালা ভাঙা। টেলিফোনে খবর পেতেই স্কুলে ছুটে আসেন শিক্ষকরা। তাঁরা দেখেন অধিকাংশ ক্লাসরুমের দরজার তালা ভেঙে ফেলেছে দুস্কৃতীরা। ক্লাসরুমগুলিতে ঢুকে শিক্ষকরা দেখেন ক্লাসরুমের মেঝেতে চক দিয়ে দুস্কৃতিরা এঁকে দিয়ে গিয়েছে বিভিন্ন অশালীন ছবি।

এখানেই শেষ নয়, স্কুলের পানীয় জলের খুলে রাখা ট্যাপগুলি ক্লাসরুম থেকে সংগ্রহ করে তা পানীয় জলের পাইপের মুখে যত্ন করে লাগিয়ে দিয়ে গেছে তারা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, স্কুল থেকে কিছু নিয়ে যায়নি। ইতিমধ্যেই স্কুলের তরফে কোতুলপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় হতবাক পুলিশও।

শক্তি বাড়ল বিজেপির, তৃণমূল-কংগ্রেস থেকে যোগ দিলেন ৫৩২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ২৩ এপ্রিলঃ আগামী ২৫ মে ভোট পুরুল্যায়। তার আগে বড় ভাঙন তৃণমূল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলে। বিজেপি যোগ দিলেন প্রায় ৫৩২ জন। পুরুল্যার বলরামপুর বিধানসভার চাটুহাসা অঞ্চলের ঘটনা। মঙ্গলবার পুরুল্যায় বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন পুরুল্যা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। ছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি বিবেক রাঙা সহ অন্যান্যরা। তবে শুধু তৃণমূল নয়, একই সঙ্গে কংগ্রেস থেকেও এ দিন বিজেপিতে যোগদান করেছেন অনেকে।

আজ যোগদানকারীরা জানিয়েছেন, কোর্ট কেস দেওয়ার ভয়ে তাঁরা নাকি এতদিন তৃণমূলে ছিলেন। এবার যোগ দিলেন বিজেপি-তে। লালুকুমার নামে এক দলবদলু নেতা বলেন, "বিজেপি ভাল। বিজেপি রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।" অপরদিকে, বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো বলেন, "তৃণমূল-কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে প্রায় ৫৩২ জন বিজেপিতে যোগদান করলেন। আমাদের দল আরও শক্ত হল।"

খেলা ঘুরছে পাহাড়ে, দল থেকে বহিষ্কৃত বিনয় তামাং

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২৩ এপ্রিলঃ ভোটের মুখে পাহাড়ে অবিরাম ঘুরছে খেলা। মঙ্গলবার সকালেই বিজেপিকে সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন বিনয় তামাং। তা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল পাহাড়ের রাজনীতিতে। ড্যামেজ কন্ট্রোলে এবার তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করল কংগ্রেসও। প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিনয় তামাংকে দল থেকে বহিষ্কার করল কংগ্রেস। দল বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে আগামী ৬ বছরের জন্য বিনয় তামাংকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দফাতেই ভোট রয়েছে পাহাড়ে। আগামী শুক্রবার ভোটগ্রহণ পর্ব রয়েছে দার্জিলিঙে। ভোটের তিন দিন আগে আচমকা বড় ঘোষণা করে দিয়েছেন পাহাড়ের গোর্খা নেতা বিনয় তামাং। জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বিজেপিকেই সমর্থন করবেন। বিনয় তামাঙের বক্তব্য, 'দুর্নীতি ও স্বজন পোষনের' বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজেপির রাজু বিস্তাকে সমর্থন করবেন তিনি। তাঁর এই ঘোষণার পর বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। মাত্র পাঁচ মাস আগের কথা। গত নভেম্বরই দিল্লিতে গিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন বিনয়। আর সেক্ষেত্রে পুরোধা ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। পাহাড়ের কংগ্রেস নেতার এমন ঘোষণায় বেশ বিব্রতই হতে হয় দলকে।

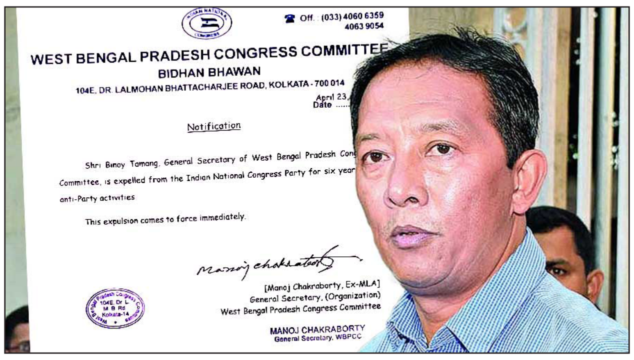

এরপরই নেমে আসে শাস্তির খাঁড়া। আগামী ৬ বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদককে। দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত জানার পর বিনয় তামাং অবশ্য বলেই দিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তে তাঁর কিছু আসে যায় না। বরং পাহাড়ের আমজনতা তাঁকে নিয়ে কী ভাবছেন, তা নিয়েই বেশি চিন্তিত তিনি। বিনয় তামাঙের বক্তব্য, 'যদি আমার গোর্খা মানুষরা, আমার পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্সের মানুষরা আমাকে বের করে দিতেন, সেটা ভাবার বিষয় ছিল। কিন্তু কংগ্রেস আমাকে বহিষ্কার করেছে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত আমার পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সবাসীর জয় এবং কংগ্রেসের পরাজয়।'

স্ত্রীকে দেখে উঁকিঝুঁকি, রাগে ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৩ এপ্রিলঃ পড়শীর বাড়ির ভিতরে ঢুকে উঁকিঝুঁকি। আর তারই খেসারত দিতে হল বৃদ্ধকে। কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাট থানার ঠাকুরনগর হাজরাতলা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। বয়স ষাটের কাছাকাছি। জানা গিয়েছে, গতকাল রাত্রি এগারোটা নাগাদ রবীন্দ্রনাথবাবু তাঁর পড়শি পরিতোষ বিশ্বাসের বাড়ি ঢোকেন। অভিযোগ, উঁকিঝুঁকি মারছিলেন তিনি। এরপরই কুড়ুল দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে পরিতোষ। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মাথায় ও মুখে একাধিক কোপের চিহ্ন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত পরিতোষের স্ত্রী কাকলী দাস বলেন, "রবীন্দ্রনাথ আমার দিকে দীর্ঘদিনের কু নজর ছিল। আজ বিকালেও আমার দিকে কু নজরে তাকাচ্ছিল। বিষয়টি লক্ষ করেছিল আমার স্বামীও।" কাকলির দাবি, রাতে বাড়ি ঢুকে উঁকি মারছিল রবীন্দ্রনাথ। তখন তার উপর কুড়ুল নিয়ে হামলা চালায় তার স্বামী পরিতোষ। অপরদিকে, মৃত রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী সবিতা মণ্ডল বলেন,"আমার স্বামী আমাদের সঙ্গে থাকতেন না। তবে উনি এলাকায় সকলের উপকার করতেন। কী কারণে খুন করা হয়েছে তা বলতে পারছি না।" তিনি আরও দাবি করলেন, কোনও সম্পর্ক ছিল কি না তা ও তিনি জানেন না। অপরদিকে, পুলিশের প্রাথমিক অনুমান,পুরনো শত্রুতার যেরে খুন করা হয়েছে।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

মোদি সরকার ওই কাজই করছে

জন বিরোধী যে কাজগুলি মোদি সরকার গত ১০ বছর ধরে করে আসছে সেইগুলি অন্যভাবে কংগ্রেসের নাম দিয়ে দায় চাপাতে চাইছে। আসলে গত ১০ বছর ধরে জনবিরোধী কাজে এত বেশী হাত পাকিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, বার বার সেই কাজগুলিকে মনের মধ্যে রাখেন এবং অন্যের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে মহিলাদের বিপথগামী করে ভোট বাক্স ভরতে চান। ২০১৪ সালে মোদি সরকার যখন প্রথমবার ক্ষমতায় আসে সাধারণ মানুষ ভেবেছিলেন এতদিন দেশের গরীব মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন এবার তা থেকে মুক্তি পাবেন। তারা ভুল বুঝে ছিলেন। শুধু ভুল বোঝা নয় তা বুঝতে কয়েক মাস মাত্র লেগেছিল। কালো টাকার যে গল্প তখন শোনানো হয়েছিল সিট গঠন করার পর অনেকেই ভেবেছিলেন হয়ত কিছু হবে। আসলে ওটা ছিল একটি নম্বর ওয়ান ভাঁওতাবাজি। এখন তিনি বলছেন কংগ্রেস মা বোনেদের গহনাগাঁটি মুসলমানদের বিলি করে দেবেন, মঙ্গলসূত্রও থাকবে না। চাকরি করা আমলাদের সম্পত্তির হিসাব নিয়ে সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে। এখানেই হাজারো প্রশ্ন। ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর যেদিন মোদি ১০০০ ও ৫০০ টাকার নোট বাতিল করলেন সেদিনই মা বোনেদের প্রথম আঘাত হানলেন তিনি। ৫০ দিন ধরে মা বোনেরা সংসারের খরচ বাঁচিয়ে যে টুকু জমিয়ে রেখেছিলেন তা ব্যাঙ্কে জমা দিতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হয়েছিলেন। সেদিন একথা তার মনে আসেনি। মা বোনেদের হয়রানির জন্য একবারও তিনি ক্ষমা চাননি, দুঃখ প্রকাশ করেননি। যারা ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে মারা গেলেন তাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেননি তিনি। এতটাই নির্দয়।

তিনি বলছেন গয়নাগাঁটির কথা। সেটাও হাস্যকর। তার সরকার গোল্ড লোন প্রকল্প ঘোষণা করে মা বোনেদের সোনা ব্যাঙ্কে রেখে নিয়েছেন। সরকার জানত বিশেষ প্রয়োজনেই মা বোনেরা নিজের গয়না বন্ধক রাখেন। সরকার এটাও জানে সেই ঋণ তারা পরিশোধ করতে পারবেন না অর্থাৎ সোনা ব্যাঙ্কের হয়ে গেল বনামে সরকারের। তিনি বলছেন ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট থাকলে কংগ্রেস সরকার হলে তা কেড়ে নেবে। সকলেই জানেন কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা এখনই আছে। যাদের কাছে ফিক্সড ডিপোজিট রসিদ আছে তারা দেখতে পাবেন যত টাকারই ফিক্সড ডিপোজিট থাক না কেন ব্যাঙ্ক ফেল হলে বীমা কোম্পানি মাত্র ৫ লক্ষ টাকা ফেরৎ দেবে। ব্যাঙ্ক কিছু দেবে না। সরকারের কোন দায় নেই। যার ১০০ কোটি টাকা জমা থাকবে সেও ৫ লক্ষ আর যার ৫ লক্ষ জমা থাকবে সেও ৫ লক্ষ। আদিবাসী গরীব মানুষদের জমি হড়প করে কর্পোরেটদের কে দিচ্ছে সেটাও সবার জানা। কাজেই কংগ্রেসকে নতুন করে কিছু করতে হবে না। সবই চলছে। অবশ্যই কংগ্রেস এলে এই ব্যবস্থার বদল হবে মানুষ তা বিশ্বাস করেন।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

ভগবান বিবস্বানকে উপদিষ্ট কর্মযোগ

কেননা তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে কর্তব্যকর্মের অতিরিক্ত কর্ম বন্ধনের সৃষ্টি করে। তাছাড়া নিজের কথাকে ব্রহ্মার বচন দ্বারা পুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এখানে কর্তব্যকর্ম করলে 'আকাঙ্ক্ষিত ভোগসামগ্রী প্রদানকারী'—এই অর্থ সঙ্গত মনে হয় না এবং এই প্রসঙ্গ থেকে উপসংহারে 'ভুঞ্জতে তে ত্বগনং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণ্যৎ' (৩।১৩)-এর সঙ্গেও বিরোধ হবে। অতএব 'ইষ্ট' পদ দেবপূজাসঙ্গতিকরণার্থক 'যজ্' ধাতুর দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ হল—কর্তব্যকর্মের দ্বারা ভাবিত। যজ্+ক্ত, 'বচিস্বপিঃ' শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবেই ৩।১২ তেও ইষ্ট শব্দ 'যজ্' ধাতুর দ্বারাই নিষ্পন্ন মনে হবে। 'কাম্যন্ত ইতি কামাঃ' এই বুৎপত্তি থেকে কাম শব্দের অর্থ পদার্থ এবং সামগ্রী।

'তোমরা যজ্ঞের (কর্তব্যকর্মের) দ্বারা উন্নতি লাভ করো। এটি (কর্তব্য-কর্ম) তোমাদের কর্তব্যকর্ম করার সামগ্রী প্রদানকারী হোক।' মানুষের উচিত প্রত্যেক কর্ম কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা করা (গীতা ১৮।৯)। শাস্ত্রবিহিত কর্ম হল কর্তব্য—কেবল এই ভাবযুক্ত হয়ে আসক্তি এবং কামনা ত্যাগ করে কর্ম করলে সেহ কর্ম বন্ধনকারক হয় না, বপং মুক্তি দায়ী হয়ে থাকে।

কর্মযোগ ঠিকভাবে পালন করলে জ্ঞান এবং ভক্তির প্রাপ্তি স্বতই হয়ে যায়। কর্মযোগ সাধন করলে কেবল নিজের নয়, উপরন্তু সংসারেরও পরম কল্যাণ হয়।

ক্রমশ...

'ঠাকুর বাঁধের উপকথা'

বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

১৪

চন্দ্রপুর গ্রামে কারকদের গরুর গাড়িতে চলে এল নিমু বোস্টম,সাথে তার কন্যা গোলাপ ও নাতি। গ্রামের মাঝামাঝি নিমুর জন্য বাড়ি হয়েছে। সেখানেই এসে গাড়ি দাঁড়াল। সবাই গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতর যেতেই নিমু গাড়োয়ানকে বিদায় দেওয়ার আগে মোড়লকে জানাতে যাবেন, দেখেন, মোড়ল সেদিকেই আসছেন। গাড়োয়ানকে দেখে সে যে সোনাদহের কারক বাড়ির গাড়োয়ান চিনতে পারেন এবং সবার খবরাখবর নিতে থাকেন। গাড়োয়ান বাড়িতে নিয়ে যান এবং জলযোগের ব্যবস্থা করতে বলেন গিন্নিকে।

নিমু বুঝতে পারছেন না, পরে তো জানাজানি হয়েই যাবে,তা থেকে মোড়লকে সব কিছু জানিয়ে দিলেই মনে হয় ভালো হবে। নিমু মোড়লের সাথে পরের দিন দেখা করে সমস্ত কিছু জানিয়ে দিলেন। মোড়ল সব শুনলেন এবং তার স্ত্রীকে ভুচুংডি গ্রাম থেকে এখানেই নিয়ে আসা ভাল হবে সেই রকম পরামর্শ দিলেন। নিমু মাথা নেড়ে সায় দিলেন বটে তবে আশংকা থেকেই গেল মনে। ভুচুংডির লোকজন যদি কোনভাবে সব কিছু জেনে থাকা তাহলে তার স্ত্রীকে আনতে গেলে কোন ঝামেলা হবে না তো।

গোলাপের দায়িত্ব বেড়ে গেল। বাবা এবং ছেলে দু'জনকেই সামলাতে হবে, ঘর সংসার চালাতে হবে। ছেলে আছে অথচ স্বামী নেই। গ্রামের লোক প্রশ্ন করলে কি বলবে ভেবে পায় না। নিমু জবাব বলে দেয় তাকে। সে যেন বলে তার স্বামী দূর দেশে কাজ করতে গেছে। পরে যা হয় দেখা যাবে। গ্রামের লোকেরা অবশ্য এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করে না, বরং নিমুর একা কষ্ট হচ্ছিল, তার মেয়ে এসে ভালই হয়েছে, সে কথাই বলে। গ্রামে নামগান করে যা আদায় হয়, নিমুর খরচপত্র চলে যায়। তাছাড়া মাঝে মধ্যে মোড়লবাড়ি থেকে এটা সেটা আসেই। চলে যাচ্ছে।

গ্রামের লোক কি বলে বা না বলে সে সব চুলোয় যাক,নিমুর কিন্তু চিন্তার শেষ নেই। হাজার হলেও তার মেয়ের বয়স কম। সামনে এত বড় জীবন। যতদিন তিনি আছেন, ঠিক আছে। তারপর কি হবে। গোলাপের ছেলে শিশু। বড় হতে অনেক দেরী। সকাল হলেই তিনি নাম গান করতে বের হন। সারাদিন গোলাপ শিশুপুত্রকে নিয়ে একা থাকে। ভয়ে ভয়ে দিন কাটে নিমুর। কখনও ভাবে স্ত্রীকে নিয়ে আসাই ভাল হবে। আবার গ্রামে যেতেও ভয়। যদি এতদিনে গোলাপের শ্বশুরবাডির লোকেরা গ্রামে গিয়ে গোলাপের পালিয়ে যাওয়ার খবর জানিয়ে দিয়েছে। তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। ইতিমধ্যে কিছু হয়েছে কিনা তাও জানা নেই।

নিমু ঠিক করে নিলেন,যা হবে হোক তিনি গ্রামে যাবেন। গোলাপকে কয়েকদিনের জন্য সোনাদহ গ্রামে কারক বাড়িতে রেখে যাবেন। এই গ্রামে তাকে একা ছেড়ে যাওয়া নিরাপদ হবে না। মোড়ল বাড়িতে সে কথা জানিয়েই যাবেন। তাই হল। নিমু গোলাপকে কারকবাড়িতে রেখে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। বেশ দূরে তার গ্রাম। প্রায় তিন দিন পর ভুচুংডি গ্রামের পাশের এক গ্রামে জিরোনোর জন্য দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্য গ্রামের কোন খবর পান কিনা জেনে নেওয়া। সেই গ্রামে এক পরিচিত লোকের বাড়িতে গেলেন। জানার চেষ্টা করলেন, কোন খবর পেলেন না। নিমুর মনে হল, এত কাছের লোক যখন কিছুই জানে না,তখন নিশ্চয় কোন খারাপ খবর নেই।

সাবধানের মার নেই। তাই একটু ছলের আশ্রয় নিয়ে ওই বাড়ির একজনকে পাঠালেন, তার শরীর খারাপ, তার স্ত্রী যেন সেখানে শীঘ্র চলে আসে। কথা মত এক যুবক ভুচুংডি গিয়ে নিমুর বাড়িতে তার স্ত্রীকে নিমুর শরীর খারাপের কথা বলতে এক কাপড়ে তার স্ত্রী রওনা হলেন এবং নিমুর কাছে চলে এলেন। তার স্ত্রীকে দেখে প্রথমে হকচকিয়ে যান নিমু, পরে ধাতস্ত হয়ে,বলেন, চল, চলে যাই।

কোথায় ?

কোথায় আবার ? আমি যেখানে এখন থাকি সেই চন্দ্রপুরে।

স্ত্রী বলেন, সে কি এভাবে যাওয়া যায়। ছেলে বউকে কিছু বলে আসিনি। তাহলে তাদের বলে আসি। তারপর যাব।

ভয়ে ভয়ে গোলাপের শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ এসেছিল কিনা জেনে নেন।

তার স্ত্রী বলেন না তো। চল, একবার ঘুরে আসব সেখান থেকে।

নিমু বলেন, ঠিক আছে, আগে ছেলে বউকে বলে এস। আমি এখানেই বিশ্রাম নিই।

তার স্ত্রী গ্রামে গেলেন। ঘন্টা দুই পর আরো কিছু কাপড়চোপড় নিয়ে চলে এলেন।

রাতে আর বেরোব না, কাল সকালেই বেরোব। রাতটা এখানেই চিড়া গুড় খেয়ে থেকে যাই।

পরের দিন ভোর বেলা চন্দ্রপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন তারা। সময় লাগবে পৌছাতে। চন্দ্রপুর এসে পৌছালেন স্বামী স্ত্রী। গোলাপকে সেখানে সপুত্র দেখবে এটা আন্দাজ করতে পারেন নি গোলাপের মা। গোলাপ এখানে কেন জানতে চাইলেন প্রথমেই। নিমু বলেন,ঠিক আছে, এত দূর থেকে এলে বিশ্রাম নাও। তারপর সব জানাব তোমাকে।

(পরবর্তী অংশ পরের বুধবার)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী: মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিত ও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

কবিতা

সুধন্বা দরিপা

পশুপতি ভদ্র

জীবন সত্যি ছোট,
সমাজজীবনে ধেয়ে আসে দ্রুত,- দুঃসহ শোক,
সীমাহীন কর্ম,
উজ্জ্বল আর অনুজ্জ্বলে ফারাক,
মন্দের বিরুদ্ধে,- রুখে দাঁড়ানো সত্যের প্রতীক,
ছাত্র আন্দোলনে অকুতোভয়,
শিক্ষা প্রসারে অন্যতম, - সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধান,
বিশ্বাসের অবিসংবাদী মুখ, - সুধন্বা দরিপা।

পরম সুহৃদ দাদা এবং বন্ধু,
কোভিড -১৯, নিষ্ঠুর ঘাতক ছিনিয়ে নিল জীবন,
বিদায়ের মহালগ্নে পরম সুহৃদ,
হে মহাজীবন, - পাথেয় পথে অনন্ত সাধনা।

বৈশাখের ক্যানভাস

কনক কুমার প্রামানিক

মাঠ ভরা সবুজ আচ্ছাদিত ইরি ধানের ক্ষেত
জলশূন্য তটিনীর গতিহীন শুষ্কতার সংকেত।
নিথর নির্জীব বৃক্ষের মলিন কর্মহীন অবসর
তৃষ্ণায় ফাটে বুকের ছাতি ঘাম ঝরে দরদর।
তরু পল্লবে দোল খায় কিশোর আম-কাঁঠাল
মধ্যাহ্নে অসহ্য গরমে পরিশ্রান্ত গরুর পাল।
পুষ্করিণীর জলে সাঁতরায় দুষ্ট কিশোরের দল
মেঘমুক্ত আকাশে রাক্ষুসে সূর্য করে ঝলমল।
তারা ভরা রোশনাই আকাশে জেগে থাকে চাঁদ
নির্ঘুম রাতগুলো বিরক্তিকর এক মৃত্যুর ফাঁদ।
কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে আসে বৈশাখী ঝড়
ক্ষতি করে ফসলের তছনছ হয় কাঁচা বাড়িঘর।

খবর

শীতল চট্টোপাধ্যায়

চিঠি ছিল একদিন।
দরজায় পিওনের
সাইকেল বেলের আওয়াজ ছিল একদিন।
দুপুরের রোদ পেরিয়ে, পড়ন্ত রোদে পৌঁছিয়ে,
কালবৈশাখীর মেঘের দিকে তাকাতে-তাকাতে
ঝড়ের ঠেলায় টলতে-টলতে
রানারের হাঁটা ছিল একদিন।
এভাবেই আসা একটি চিঠিতে
কে যেন পত্রলেখার অজন্তা সুন্দরী হয়ে উঠতো,
কে যেন প্রেমিক সুন্দর হয়ে উঠতো
পত্রলেখার আখরে একদিন। তারপর -
চিঠি পাওয়া আর চিঠি দেওয়ার দরজায় এলো
পিওনের বদলে নতুন যুগের নতুন দূত,
চলে গেল চিঠি মৃত্যুর খবর দিয়ে।

ঝড় উঠার পর

মজনু মিয়া

কাগজের নৌকা বানের জলে ভেসে যায় যে
উল্টা পাল্টা ঝড়ে সব তছনছ হয়ে যায়!
মানবিক সত্তা বিকিয়ে আকাশের নিচে ঠাঁই
এলোমেলো বাতাস আমাকে যে উড়ায়।

লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে ঝড়ে,জীবনের আঁকা ছবি
কাল চুলের রঙিন ফিতায় প্যাঁচ পড়ে যায়!
ক্ষত বিক্ষত হৃদয় থেকে নির্গত রক্তের ফোঁটা
বৃষ্টি জলে ধোয়ে যায় না! কিছু দাগ রয়ে যায়।

প্রেমিক

কিশলয় গুপ্ত

ছেলেবেলায় কে যেন শিখিয়েছেন -
আকাশ মানে মহাশূন্য।
সুতরাং বৃষ্টি আমাকে পোড়ায় না।

শুধু তোমার কথা মনে পড়লে -
আগুন আমাকে ভিজিয়ে যায়।

আমি তবুও আকাশ মানতে শিখিনি।

পাংশুটে শহর

তুহীন বিশ্বাস

পাংশুটে শহর...
দেয়া-নেয়ার হিসাবটা বড্ড অদ্ভুত
ধুলো বায়ুতে অক্সিজেন নিরুদ্দেশ;
উচ্ছ্বাস আর মৃত্যু যন্ত্রণা পাশাপাশি,
নিয়ন আলোয় আমিও পাল্টে যাই।

এ শহরের চরিত্রগুলো গিরিগিটীর মতো
দিনের সাধু অন্ধকারে অচেনা লাগে;
সম্পর্কগুলো পরিমাপ হয় নিক্তিতে,
দশচক্রে নিখোঁজ হই প্রতিমুহূর্তে।

চলো যাই...
ওই সবুজের ছোঁয়ায় সোঁদা মাটির গন্ধে
নির্মল প্রকৃতির সঙ্গে ভালোবাসার ছন্দে।

চলে এসো

সুজিত ঘোষ

বুক ভরা অভিমান নিয়ে চলে গেলে
আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়ে
তাকালে না একবার পিছন ফিরে
নরক যন্ত্রণায় জ্বলছি এখন।

কখনো যদি তোমার ভুল ভাঙে
এসো সেই হিজল গাছের নিচে
তোমার স্মৃতি আকরে ধরে আজো
চেয়ে আছি আগের মতোই করে।

পারবে না তুমি বেশি দিন থাকতে দূরে
তবুও কেন আছো অভিমান নিয়ে
চাই তোমাকে আমার কুঞ্জবনে
চলে এসো হৃদয়ের গহীন নির্জন অরণ্যে।

জানি কিছু প্রেমের সুর মিলে না
কিছু ব্যবধান থাকে
সব ব্যবধান ছুড়ে ফেলে
চলে এসো থাকি এক সাথে।

আমার নিয়তি তোমার সাথে
যাবে না কখনো রোখা
পারবো না মুছে ফেলতে
তাই তুমি করছো খেলা।

পেয়েছিলাম ঝড়ের পূর্বাভাস
করেছিলাম বারণ রুখতে সর্বনাশ
না বুঝেই চলে গেলে অভিমান নিয়ে
কিছু হাসির মাঝে লুকিয়ে থাকে সর্বনাশ।

জানি তুমি আজ সব হারিয়ে
আছো নিজে হতে অনেক দূরে
পিছনের সব ছুড়ে ফেলেছি
চলে এসো হৃদয় গহীন।

জয়ারভাটা

হরিপদ মাহাতো

আমরা কি আর চিকন বঠি? উদুঁংধ্যুসা খরখ্যসা লক
চিকন হতে লারলি আজ্ঞা, নাই আমদে চিকনাবার শখ?
ভোড়ের থাইক্যে মুড় তন্নিক যাদের শুধু পালিশ মারা
জালির থাইক্যে যেই ডাঁসাছে, হাড়মাস সোব খাছে ঘারা।
গা-গতরে ফুলা-ফফরা ! সুয়াংটাতে পিঁধনা ঢাকা;
উঠত্যে লারিস্,বসত্যে লারিস্, পোজমাইরে চলছে হাঁটা
আমরা হলি চিমসা-চিমড়, চিমটাঁয় দ্যাখ চিমটি কাট্যে
আবুড়-জাবুড় হজম্যে যাছে সারা দিনটা খাট্যে খাট্যে।

মাটির দিয়াল,ঝুপড়ি ঘরে মুধনা উড়ে শুখনা ঝড়ে
উয়ার ভিতর ঝংলাখাইট ! অংঠা আগুড় কিসের ডরে?
সঁড়গে দিলেই হছে সকাল, দবড়্যে থাকে হাঁঠু মাথা
হাঁস-মুরগি ঝুড়ি ঢাকা, খাটের খুরায় ছাগল বাঁধা !
ছুটত্যে থাকে নেংটি-ইঁদুর, সারা রাইত টা কুটুর-কটুর
কি যে কাটে, কি যে খাই? ঘুঁট্যাবস্তায় যায় বটুর !
চুলহাও থাকে ঘর ভিতরেই,দিব্যি আরাম জাড়ের কালে
বুঝত্যে লারি জাড়-গরম এক-আধ গেলাস মহুল্যা খালে
গরম দিনে যে কনঠিনে - খাইটটা বিছাঞ দেন শুঁইয়ে
ডেমরা শীতে গামছা বিছায় গাছের তলে আদ্দা ভুঁইয়ে।

আয়নাব্যসা ঝাঁ চকচ্যকা ম্যাঝার থাক্যে দিয়াল চিকনা
শোকেশ-সোফা, এসি মিশিন ! জল-বেসিন থাকে ঠেকনা
জানলা কপাট, হরেকরকম ! কিসের জাড় কিসের গরম
ফেলব্য ন নাই ভোড়টা উঠিন, ভাইলে দ্যাখে লাগে শরম
কুথায় পাবে তিনতালা টি? শুয়া বস্যা পায়খানা ঘর !
মেয়াছেইলা রোদ পাবেক নাই, ঘর ভিতরে আরেক ঘর !
ধূরের থাইক্যে ভালোই দেখায় ফুলফুটা ঐ সর্ষা বাড়ি
কাছে হিবড়্যে নিখরাঞ ভাল- দ্যাখত্যে পাবি ছাড়াছাড়ি।

তুমাদের ত বেড্ডে আরাম,পকেটে ভরা টাকার গঁছা
লেপ- বালিশে ঘুম মাইরছ, খাচ্ছ যা মন ডুবাঞ মচা।
আমরা কেবল প্যাটেই পালি, ইঠিন-উঠিন মারছি তালি
ভুঁয়াঁশ জুবাঞ যদ্দিন যায়, গোসাঁঞ যাছে ডাঁসা জালি !
শিমল তুলা বাসাতে উড়ে আমরা কেবল ভাইলত্যে থাকি
দিনের শেষে হিসাব করি কতনা দেনা কতনা বাকি।
মানুষ হঁয়েই সবার জনম, সেই দুটা হাত, ভোড়ে হাঁটা
টাকার লাইগে ঘুরপাক খায়, সমুদ্দরে জয়ারভাটা।

খোলা জানালায় উঁকি দেয় মেঘ

মমতা মজুমদার

জীবনের বন্দরে, আমাদের ইচ্ছেগুলো থেমে গেছে খামখেয়ালি হয়ে!
এখন আর গভীর ঘুমে গল্প বলে না কোনো স্বপ্নচারী এসে।
মোহ মায়ায় জং ধরেছে খোলা জানালার কাছে।
নীরবে হেসে হেসে নির্ঘুম রাত জেগে;
কেউ কাউকে বলা হয়নি পাশাপাশি হেঁটে,
ভালোবাসা আমৃত্যু রবে এই বুকের চাতালে।
সুখ পাখিটা পলায়ন করেছে চুপিসারে হেসে।
এখন আর ইচ্ছে করে না;
তোমার আর আমার স্বল্প প্রেমের সুখে গাঁ ভাসিয়ে যেতে।

আমাদের প্রগাঢ় সুখের ঘরে বিচ্ছেদের রং লেগেছে।
এখন আর মায়া বনে মুক্তা ছড়ায় না ভালোবাসা এসে।
চুপিচুপি নক্ষত্র হাসে না আর হৃদয়ের টানে।
দমকা হাওয়ায় উড়ে গেছে সব সুখ ওই দূরদেশে।
আমরা ভেসে যাই দূর থেকে আরো দূরত্বের সীমারেখা টেনে।
গভীর সমুদ্রে অকপটে হেসে, সব প্রশান্তি দু-হাতে রেখে।
কখনো দুর্ভাগ্যের চাকা পালাক্রমে ফিরে ফিরে আসে;
এই হৃদয়ারণ্যের আলগোছে স্মৃতির বাঁকে বাঁকে।
খোলা জানালায় উঁকি দেয় মেঘ, খানিকটা গোমড়া মুখে।

কথা দিলাম

তন্ময় কবিরাজ

আমি এসে দাঁড়ালেই তুমি চুপ করে যাও-
তুমি এলে আমিও ভুলে যাই
গতরাতের জোৎস্নাকে যে কথা দিয়েছিলাম
আমি হেঁটেছিলাম তোমার অমতে
তোমার ঠোঁটের ঘামে আমার সুখ

ভুলে তো আমিও যাই
বাড়ি এসে মনে পড়লেই
শিশুর মতো বায়না করি
কবে দেখা হবে আবার

কতো কিছু মরে গেলো
নদী শান্ত হবে কিন্তু যে জলে
সেও ভেসে যেতে পারত মোহনায়
সে ভয়ে লুকিয়ে ছিল

শুধু ভাঙা পাড় আর ভাঙা মনে
আবার আসবো, চুপ থাকবো তখনও -

বসন্ত এসেছিল সেদিন

সুপদ বিশ্বাস

ঋতু পরিক্রমায় সেদিনও বসন্ত এসেছিল
চতুর্দিকে পলাশ শিমুল কৃষ্ণচূড়ার ফুল,
রক্তরাঙায় রাঙিয়ে ছিলো আনাচকানাচে
স্বাধীনতা পিয়াসীরা তবে চিনেছিল ভুল!

থমথমে পথঘাট খাল-বিল নদীতে ভাসা
চিরচেনা স্বজন নতুবা অচেনা কোন মুখ,
শিয়াল শকুনের টেনেহিঁচড়ে খাওয়ার দৃশ্যে
লুকিয়েছিল তবুও নতুনের স্বপ্নে উন্মুখ!

রক্তবন্যার মাঝে হারিয়েছিল পলাশের লাল
চিনে নেওয়ার অনুভূতিও অদৃশ্যধারায়,
ডালে ডালে নয়, ফুটন্ত শিমুল কৃষ্ণচূড়া
নেমে এসেছিল অশান্ত বসুন্ধরায়।

সদ্যফোটা রঙিন ফুলের আশায় আর
তাকাতে হয়নি গাছের উঁচু মগডালে,
যুদ্ধ ময়দানে প্রেমিক শরীর রাঙিয়েছিল
প্রেমিকার বসন্তের আবিরমাখা লালে।

দেহ রাঙানো রক্ত-লালে পলাশ শিমুল
না চিনতে পারা সে কীসের টানে?
বসন্তে ফোটা লাল ফুলে চিনবে তা-নয়
হিমঝুরি নাগেশ্বরেও যে বসন্ত আনে!

হিন্দু মা-বোনের সদ্য বিধবা সাজে
সেদিন শুভ্র রঙও হয়েছিল মলিন ,
সুগন্ধি ঘ্রাণও বিলীন রক্ত-পাঁচার খেলায়
বুঝতে দেয়নি বসন্ত এসেছিল সেদিন।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

রাত্রে মোবাইলে নিয়োগের এসএমএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ গত সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে ২০১৬ সালের এসএসসি-র পুরো প্যানেল বাতিল হয়েছে। এই রায়ের কারণে একধাক্কায় চাকরি বাতিল হয়েছে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের। এর মধ্যেই এসএসসি-র চাকরির আরও দুর্নীতি প্রকাশ্যে। সূত্রের খবর, অষ্টম দফার কাউন্সিলিং সম্পূর্ণটাই হয়েছিল প্যানেলের মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পর। রাতের অন্ধাকারে মোবাইলে গিয়েছিল নিয়োগের এসএমএস বলে অভিযোগ। কীভাবে অষ্টম দফার কাউন্সিলিং সম্পূর্ণ হয়েছিল এ নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। গতকালের রায়ের পর বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চকে শুনানিতেই বলতে শোনা গিয়েছে, 'বাধ্য হচ্ছি।' অর্থাৎ কোনও ভাবেই প্যানেলকে বাঁচানোর জায়গায় তাঁরা ছিলেন না। সূত্রের খবর, গ্রুপ-ডি-তে ৩ হাজার ৮৮০ জনকে সুপারিশ করেছিল এসএসসি। তার মধ্যে ১৭৪১ জন বেআইনি ভাবে চাকরি পেয়েছেন। অর্থাৎ গ্রুপ ডি-র প্রায় ৪৫ শতাংশ চাকরিতেই দুর্নীতি হয়েছে। গ্রুপ সি-র ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ৩৮.৫ শতাংশ। আবার একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ১৪.৪৭ শতাংশ চাকরিতে দুর্নীতি হয়েছে বলে খবর। সূত্র বলছে, নবম দশমের ৮.৫ শতাংশ চাকরিতে দুর্নীতি হয়েছে। ফলত, দুধ আর জল আলাদা করতে না পেরেই পুরো প্যানেল বাতিল করতে হয়েছে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। প্রসঙ্গত, এর আগের শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ বারবার রাজ্য সরকার ও এসএসসি-কে জিজ্ঞাসা করেছিল কারা প্রকৃত চাকরিপ্রাপক, তার হিসাবটা দিতে। তবে এই হিসাব আদালতে জমা দিতে পারেনি রাজ্য সরকার। দেখা যায়, যত রেকমেনডেশন এসএসসি দিয়েছিল, তার থেকে বেশি সংখ্যক ব্যক্তি চাকরি করছেন। অর্থাৎ সুপার নিউমেরিক পোস্টেও প্রচুর বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছে। সেই কারণেই ২০১৬-র গোটা প্যানেল বাতিল করতে 'বাধ্য হচ্ছি' বলে জানায় ডিভিশন বেঞ্চ।

এসএসসি-র ১৭ দফা দুর্নীতি নামা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ সাদা খাতা দিয়ে চাকরি, দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে সুপারনিউমেরিক পদের পক্ষে সওয়াল- ১৭টি উপায়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনে (এসএসসি) নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছিল। এমনই জানাল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শাব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। সোমবার হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ যে রায় দিয়েছে, তাতে ওই ১৭টি ধাপের একেবারে খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপে কীভাবে দুর্নীতি হয়েছে, সেটাও ব্যাখ্যা করেছে বিচারপতি বসাক এবং বিচারপতি রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ।

১) ওএমআর শিটের মূল্যায়নের জন্য 'নাইসা'-কে বরাত দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। দেওয়া হয়েছিল টেন্ডার। যা ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা এবং ১৫ নম্বর ধারার পরিপন্থী। ওই দুটি ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে।

২) নাইসা নিজে ওএমআর শিট মূল্যায়নের কাজ করেনি। বরং অপর একটি সংস্থার হাতে সেই দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল।

৩) নাইসা যে সংস্থাকে কাজ করতে দিয়েছিল, সেই সংস্থা কমিশনের দফতরে গিয়ে ওএমআর শিট স্ক্যান করেছিল। কিন্তু সরাসরি ওই সংস্থাকে কাজের বরাত দেয়নি। ফলে বিষয়টি পুরোপুরি বেআইনি।

৪) ওএমআর শিটের আসল কপি নষ্ট করে দেওয়া হলে 'মিরর ইমেজ' রেখে দিতে হয়। স্কুল সার্ভিস কমিশনের সার্ভারেও 'মিরর ইমেজ' থাকার কথা ছিল। অর্থাৎ 'মিরর ইমেজ' রেখে দিতে হত কমিশনকে।

৫) সিবিআই তদন্ত করতে নেমে স্কুল সার্ভিস কমিশনের সার্ভার থেকে সেরকম কোনও 'মিরর ইমেজ' পায়নি।

৬) আদতে নিজেদের সার্ভারে 'মিরর ইমেজ' না রেখেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওএমআর শিটের আসল কপি নষ্ট করে দিয়েছে বলে দাবি করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

৭) ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত চাকরিপ্রার্থীদের ওএমআর শিট দেখিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। স্ক্যান করা ওএমআর শিট দেখানো হয়েছিল। সেইসময় কমিশন দাবি করেছিল যে ডেটাবেসে থাকা স্ক্যান করা ওএমআর শিট ছিল। সেটাই দেখানো হয়েছিল বলে দাবি করেছিল কমিশন।

৮) যতগুলি শূন্যপদের ঘোষণা করা হয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যক প্রার্থী নিয়োগ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেটা 'গ্রুপ সি' হোক 'গ্রুপ ডি' হোক বা নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক হোক বা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক হোক।

৯) প্যানেলভুক্ত নন, এমন প্রার্থীদেরও নিয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্যানেলে নাম না থাকলেও চাকরি দিয়েছে কমিশন।

১০) পরীক্ষায় কিছু লেখেননি, সাদা খাতা জমা দিয়েছেন, তাঁরাও চাকরি পেয়েছেন। অনেকেই সেভাবে পেয়েছেন চাকরি।

১১) প্যানেলের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে। তারপরও চাকরি দেওয়া হয়েছে।

১২) মেধাতালিকায় যে প্রার্থীদের নাম ছিল, তাঁদের নম্বর প্রকাশ করেনি স্কুল সার্ভিস কমিশন।

১৩) প্যানেলের শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপরও চলেছিল কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া।

১৪) কতজনকে বেআইনিভাবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং কতজন বেআইনিভাবে চাকরি করছেন, সেটা নিয়ে নিজেদের অবস্থান করেনি স্কুল সার্ভিস কমিশন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং রাজ্য সরকার।

১৫) বেআইনিভাবে নিয়োগের বিষয়টি ধামাচাপা দিতে সুপারনিউমেরিক পোস্ট

১৬) তৈরি করার পক্ষে সওয়াল করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন।

১৭) 'গ্রুপ সি', 'গ্রুপ ডি', নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক - কোনও ক্ষেত্রেই নিয়ম মেনে নিয়োগ করা হয়নি।

রাজারাম রেগের ৫ লিঙ্কম্যানের খোঁজ পেতে মরিয়া পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ ধৃত লস্কর জঙ্গি রাজারাম রেগের কলকাতার পাঁচ লিঙ্কম্যানের সন্ধানে নামল লালবাজার। মধ্য কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকার একটি হোটেল থেকে বেরিয়ে রেগে তার লিঙ্কম্যানের দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত বলে সন্দেহ গোয়েন্দা আধিকারিকদের। এই পাঁচজনের সন্ধান চলছে। এদিকে, গত মাসেই কলকাতার আটটি হোটেলে দুই আইএস জঙ্গি গা ঢাকা দিয়েছিল, তার প্রমাণ পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। এর মধ্যে চারটি হোটেলই মধ্য কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকায়। একমাস পর যখন লস্কর-ই-তইবার সঙ্গে যুক্ত রাজারাম রেগের সন্ধান পেলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা, তখন জানা গেল যে, সে-ও ছিল সেই নিউ মার্কেট এলাকারই হোটেলে। ফলে এবার থেকে ধর্মতলা সংলগ্ন হোটেলগুলির উপর কড়া নজর দিচ্ছেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। প্রত্যেকটি হোটেল যাতে রেজিস্টার খাতা, বোর্ডারদের পরিচয়পত্র ও সিসিটিভির ফুটেজ সংরক্ষণ করে, সে ব্যাপারে গুরুত্ব দিচ্ছে লালবাজার। পুলিশ জানিয়েছে, যেভাবে লস্কর-ই-তইবার চাঁই ডেভিড হেডলির সঙ্গে মুম্বইয়ে হামলার আগে রাজারাম রেগে রেইকি করেছিল, সেই আদলে কলকাতায়ও রেইকি করে রাজারাম। গত ১৮ এপ্রিল মুম্বই থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে আসে সে। মধ্য কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকায় এস এন ব্যানার্জি রোডের একটি হোটেলে ওঠে। হোটেলটির তিনতলায় ২০৪ নম্বর রুম ভাড়া নেয় সে। সাড়ে তিন হাজার টাকার রুম দু'দিনের জন্য রাজারাম রেগে ভাড়া নেয়। আগাম ৭০০০ টাকা হোটেল কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিল সে। খাওয়াদাওয়া করত ওই হোটেলেই। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা নিউ মার্কেট থানার সাহায্য নিয়ে ওই হোটেলের রেজিস্টার খাতা ও রাজারামের পরিচয়পত্রের কপি বাজেয়াপ্ত করে। ওই হোটেলের সিসিটিভির ফুটেজও সংগ্রহ করেছে পুলিশ। সিসিটিভি দেখেই গোয়েন্দারা জানার চেষ্টা করছেন, হোটেলে রাজারামের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করতে এসেছিলেন কি না।

সিপিএম কার্যালয়ে আগুন, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ সিপিআই কার্যালয়ে আগুন। সোমবার ঠিক মধ্যরাতে ভয়াবহ আগুন লাগেসিপিএম এর বরানগর ২ নং এরিয়া অফিসে। প্রথমে, এক ফুড ডেলিভারি বয় দেখতে পায় সেই আগুন। তারপর আশেপাশের লোকজনের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গতকাল, লেনিনের ১৫৫তম জন্মদিন পালন হয় এই কার্যালয়ে। রাতের অন্ধকারে কমিটির কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সিপিএমের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সুজন চক্রবর্তী আসেন ঘটনাস্থলে। দমদম লোকসভার সিপিএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী বলেন, "এটা স্পষ্ট কারা করেছে, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কেরোসিন দিয়ে আগুন লাগিয়েছে। ওরা ভয় পেয়েছে, এই অঞ্চলে বামেদের শক্তিবৃদ্ধি দেখে। সামনে সিসিটিভি আছে, পুলিশ খুঁজে বের করুক প্রকৃত দোষীদের।" বরানগর বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্য সরাসরি অভিযোগের আঙুল তোলেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর সুনাথ বিশ্বাসের দিকে। তিনি বলেন, "আগের দিন সুজন চক্রবর্তী আর আমার পাশে বিপুল জনসমর্থন দেখে ওরা ভয় পেয়েছে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় হলে আমরা এর উত্তর দেব।" মানুষ সমস্ত বিষয় বুঝতে পারছে। নির্বাচনে এর উত্তর ঠিক দেবেন তাঁরা।

৪ জুনের পর হিসাব, বললেন দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ লাঠির পর এবার গদা হাতে দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার হনুমান জয়ন্তীতে দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর বি-জোন বয়েজ ক্লাবের মাঠে প্রাতঃভ্রমণে এসে তিনি বলেন, গদা নিয়ে কাউকে উৎখাত করতে হয় না, দেখলেই উৎখাত হয়ে যায়। পাঁচ বছরের জন্য এখানে এসেছি। যাঁরা ঝামেলার সৃষ্টি করছেন, তাঁরা এখন থেকেই সাবধান হয়ে যান। না হলে ৪ জুনের পর হিসাব হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি নেতা। এদিন মহিলাদের সঙ্গে আলাপচারিতাও করতে দেখা যায় দিলীপকে। এলাকার মানুষের সঙ্গে সমস্যার কথাও শোনেন তিনি। একিসঙ্গে এলাকার যুবকদের সঙ্গে ক্রিকেট এবং ফুটবলও খেলেন বিজেপি প্রার্থী। তারপরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাম না করে আক্রমণ করে বলেন, যাঁরা সারা দেশের সন্ত্রাসবাদীকে জায়গা দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে যাঁরা ঘুরে বেড়ায়, শাহজাহানের মতো সন্ত্রাসবাদীকে কে পুষেছে? তাঁদেরকে কে মারবে?

তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচতে ফের নির্দেশিকা জারি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ একদিকে দেশে রাজনৈতিক উত্তাপ অন্যদিকে গ্রীষ্মের প্রখর দহন, দুই যেন এক অপরকে টেক্কা দেওয়ার দৌড় শুরু করেছে। একাধিক রাজ্যে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি অতিক্রম করে গিয়েছে। হাঁসফাঁস গরম উপেক্ষা করেও আমজনতা গণতন্ত্রের অধিকার প্রয়োগ করতে যাচ্ছে। সেই নির্দেশিকা সমস্ত রাজ্যের জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের পাঠানো হয়েছে ইতিমধ্যেই। ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে তিনটি আসনে ভোটগ্রহণ। তার আগে মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা আরও বাড়বে। সঙ্গে বইবে লু। কিভাবে নির্বিঘ্নে ভোট করানো যায়, সেই বিষয় ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। মৌসম ভবনের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন কমিশনের আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক-সহ স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আইএমডির সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগে রয়েছে চিফ ইলেকশন কমিশনার রাজিব কুমার নিজেই। বৈঠকে ঠিক হয়, নির্বাচন কমিশন, ভারতীয় মৌসম ভবন, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের আধিকারিকদের নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠিত হবে। সেই ফোর্স প্রত্যেক নির্বাচনের ৫ দিন আগে যে যে কেন্দ্রে ভোট, সেই জায়গার আবহাওয়া নিয়ে বৈঠক করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ক্রীড়া-সংবাদ

‘দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছি’ঃ নারাইন

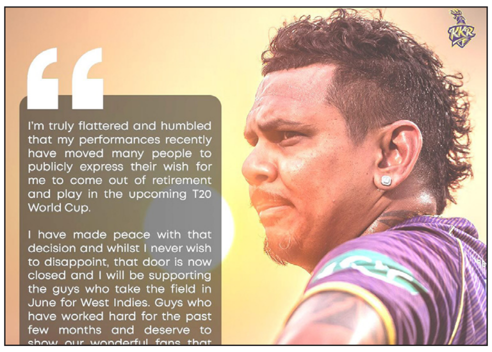

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ জাতীয় দলে ফেরার ডাক ফিরিয়ে দিলেন সুনীল নারাইন। আইপিএলে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার বলে দিয়েছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার কোনো সম্ভাবনা নেই তাঁর। কারণ হিসেবে জাতীয় দলের ‘বন্ধ দরজা’ না খোলার সিদ্ধান্তের কথাই বললেন কলকাতা নাইট রাইডার্স তারকা। এবারের আইপিএলে দুর্দান্ত খেলছেন নারাইন। কলকাতার হয়ে একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটিসহ এই ওপেনার ২৮৬ রান করেছেন এ পর্যন্ত। এ ছাড়া বল হাতে ৯ উইকেট নিয়েছেন এই রহস্য স্পিনার। ওভার প্রতি ৭.১০ রান দিয়েছেন তিনি, রানবন্যার আইপিএলে ইকোনমিটাকে ভালো না বলে উপায় নেই। নারাইনকে এমন দারুণ খেলতে দেখেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল সতীর্থকে অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার অনুরোধ করেছিলেন। আগামী জুনের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখেই এই অনুরোধ করেছিলেন পাওয়েল। ২০১৯ সালের পর আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে না খেলা নারাইন ২০২৩ সালে পাকাপাকিভাবে অবসরের ঘোষণা দেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে। ৩৫ বছর বয়সী খেলোয়াড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানালেন অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফেরার কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই, ‘আমার পারফরম্যান্স দেখে অনেকেই অবসর ভেঙে আমাকে আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা খেলার কথা বলেছেন। এতে আমার খুবই ভালো লেগেছে। তবে আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল আছি। কখনো কাউকে হতাশ করতে না চাইলেও বলছি (জাতীয় দলের ফেরার) দরজাটা বন্ধই আছে। জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে যারা প্রতিনিধিত্ব করবে, আমি তাদের সমর্থন জুগিয়ে যাব।’ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে শুভকামনা জানিয়েই বার্তাটা শেষ করেছেন নারাইন, ‘ছেলেরা গত কয়েকটা মাস কঠোর পরিশ্রম করে সমর্থকদের এই বার্তাটি দিয়েছে যে আরেকটি শিরোপা জয়ের সামর্থ্য আছে তাদের। আমি সবাইকে শুভকামনা জানাই।’ ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম পর্বে পড়েছে ‘সি’ গ্রুপে। যেখানে দুবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নরা সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি ও উগান্ডাকে। সময়টা এখন সুনীল নারাইনের। বোলার হিসেবে তিনি কী করতে পারেন, সেটি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর নামের পাশে ৫৪২ উইকেটেই স্পষ্ট। ব্যাটসম্যান হিসেবেও সামর্থ্য কম নেই। এবার আইপিএলে দেখা মিলছে সেই সামর্থ্যের। গতকাল আইপিএলে তো পেয়েছেন ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিও। কলকাতার হয়ে রাজস্থানের বিপক্ষে খেলেছেন ৫৬ বলে ১৩ চার ও ৬ ছক্কায় ১০৯ রানের ইনিংস।

নারী সমর্থককে জড়িয়ে ধরার পর নিষিদ্ধ গোলকিপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ ইরানের ফুটবল লিগের এক ম্যাচে এক নারী সমর্থককে জড়িয়ে ধরার অভিযোগে ইরানের শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাব ইসতেগলালের গোলকিপার হোসেইন হোসেইনিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খবরটি গতকাল জানিয়েছে ইরানের সংবাদমাধ্যম ‘খবর ভারজেশি।’ ১২ এপ্রিল এ ঘটনার পর নিষিদ্ধ হন ৩১ বছর বয়সী হোসেইনি। ইসতেগলালের সেই নারী সমর্থক দৌড়ে মাঠে ঢুকে পড়েন। নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেও পারেননি। হোসেইনি একটু এগিয়ে গিয়ে অল্প সময়ের জন্য সেই নারী সমর্থককে জড়িয়ে ধরেছিলেন। নিরাপত্তাকর্মীরা এ সময় সেই নারী সমর্থককে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, হোসেইনিকে ৪৭০০ ডলারের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা করেছে ইরান ফুটবল ফেডারেশন। এর পাশাপাশি তাঁকে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, ‘ম্যাচে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার’ করেছেন হোসেইনি। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর ফুটবল ম্যাচে নারী দর্শকের উপস্থিতি এমনিতে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ২০২২ সালে চ্যাম্পিয়নশিপের এক ম্যাচে গত ৪০ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নারী দর্শকদের উপস্থিতির অনুমতি দেওয়া হয়। ইসতেগলালের হয়ে সুপার কাপ ও পারসিয়ান গালফ প্রো লিগজয়ী (ইরানের শীর্ষ লিগ) হোসেইনি ২০১২ সাল থেকে এই ক্লাবের গোলপোস্ট সামলাচ্ছেন। ৩৮টি ট্রফিজয়ী ইসতেগলাল ইরানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্লাবগুলোরও একটি। ইরানের একমাত্র ক্লাব হিসেবে একাধিকবার আন্তর্জাতিক ট্রফি জিতেছে ইসতেগলাল। ২০১৮ সালে ইরানের জার্সিতে অভিষেক হোসেইনির। জাতীয় দলের হয়ে এ পর্যন্ত খেলেছেন ১১ ম্যাচ। খেলেছেন ২০২২ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচেও। পারসিয়ান গালফ প্রো লিগের এবারের মৌসুমে হাতে ৬টি করে ম্যাচ রেখে দ্বিতীয় পার্সেপোলিসের সঙ্গে ১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে ইসতেগলাল (২৪ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট)।

'বেশি রান হবে না বিশ্বকাপে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ এবারের আইপিএলের প্রধান গল্প মারকাটারি ব্যাটিং আর একের পর এক ছক্কা হাঁকানো। এবারই প্রথম আইপিএলে ওভারপ্রতি উঠেছে ৯ রানের বেশি করে। এক সানরাইজার্স হায়দরাবাদই আইপিএলে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙেছে দুবার। আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ চারটি দলীয় স্কোরই এসেছে এ বছর। আইপিএলের পর পরই হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইপিএলের মতো বিশ্বকাপেও কি রান উৎসব দেখা যাবে? অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি, দিল্লি ক্যাপিটালসের ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার তেমনটা মনে করছেন না। ওয়ার্নারের মতে, বিশ্বকাপের উইকেট আইপিএলের চেয়ে ভিন্ন হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেট সম্পর্কে সাংবাদিকদের ওয়ার্নার বলেছেন, ‘সেখানে উইকেট ধীরগতির হতে পারে, কিছুটা টার্ন করতে পারে। উইকেট কিছুটা নিচু ও ধীরগতির হয়। এমনকি ২০১০ বিশ্বকাপ যখন খেলেছি, হাই স্কোরিং উইকেট ছিল না।’ এবারের আইপিএলে একের পর এক হাই স্কোরিং ম্যাচ হওয়ায় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অ্যাঙ্করিং বা ধরে খেলার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। ওয়ার্নার মনে করেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ধরে খেলার প্রয়োজনীয়তা আছে, ‘তখনই (তেমন উইকেটে) আপনার অ্যাঙ্করের প্রয়োজন হয়, মাইক হাসির মতো একজনকে, সেখানে আমাদের জন্য রান করেছিল। সে উইকেটে আসত, তার নিজের মতো একটা ইনিংস খেলত। সেখানে বিষয়টি পুরোপুরি ভিন্ন হবে। সময়ের কারণে ম্যাচগুলোও হবে মূলত দিনের বেলাতে। তাই এটা একটা বড় ভূমিকা রাখবে।’ এবার আইপিএলে ওয়ার্নারের ব্যাট খুব একটা হাসেনি। এবার ৭ ম্যাচে ১৩৫ স্ট্রাইক রেটে তিনি রান করেছেন ১৬৭। নিজে সেরাটা না দিতে পারলেও আইপিএলের এবারের উইকেটের প্রশংসা করেছেন ওয়ার্নার।

রিজওয়ান টি-২০ ক্রিকেটের ব্র্যাডম্যান!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ধারাবাহিক ব্যাটসম্যানদের একজন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে অপরাজিত ৪৫ রানের ইনিংস খেলার পথে দ্রুততম ৩০০০ রান করার রেকর্ড গড়েছেন পাকিস্তানের এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। মাত্র ৭৯ ইনিংসে ৩০০০ রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন রিজওয়ান। এর আগে যৌথভাবে ৮১ ইনিংসে ৩০০০ রান করেছিলেন বাবর আজম ও বিরাট কোহলি। দ্রুততম ৩০০০ রান করা রিজওয়ান পাকিস্তান পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদির কাছে টি-টোয়েন্টির ব্র্যাডম্যান আর পাকিস্তানের সুপারম্যান। এক্সে আফ্রিদি সতীর্থ রিজওয়ান সম্পর্কে বলেছেন, ‘টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ব্র্যাডম্যান এবং পাকিস্তানের সুপারম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ানকে ৩০০০ রানের জন্য শুভকামনা। তোমার প্রভাব খেলাটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, সন্দেহবাদীদের চুপ করিয়ে দিয়েছে। উড়তে থাকো, তুমি অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা।’ টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের শুরুটা রিজওয়ানের খুব একটা ভালো ছিল না। ক্যারিয়ারের প্রথম ১৭ ইনিংসে মোহাম্মদ রিজওয়ানের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ছিল অপরাজিত ৩৩। তবে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে ওপেনিংয়ে সুযোগ পেয়ে ৮৯ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। সেই থেকে শুরু, টি-টোয়েন্টিতে রিজওয়ান এর পর থেকে বিশ্বের অন্যতম ধারাবাহিক ব্যাটসম্যান। ২০২১ সালে ২৯ ম্যাচে ৭৩.৬৬ গড়ে রিজওয়ান করেন ১৩২৬ রান। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এক পঞ্জিকাবর্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে হাজার রান করেছেন ১৩৪.৮৯ স্ট্রাইকরেটে। ১৩টি পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস ছিল। এর মধ্যে একটি তো ছিল তিন অঙ্কের। সেটি ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা বছর। এরপর ২০২২ সালে ২৫ ম্যাচে তিনি রান করেছেন ৪৫.২৭ গড়ে। গত বছর ম্যাচ খেলেছিলেন ৫টি, রান করেছেন ৫৪ গড়ে। এ বছরও এখন পর্যন্ত ৮টি ম্যাচে তাঁর গড় ৬২। তবে তাঁর স্ট্রাইক রেট নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন বারবার।

গোল কেন দেওয়া হয়নি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ রিয়াল-বার্সেলোনা ম্যাচ হবে আর বিতর্ক থাকবে না, এটা কী করে হয়! গত পরশু সর্বশেষ এল ক্লাসিকো ঘিরেও তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এবারের বিতর্কের নাম গোললাইন প্রযুক্তি। সেটা তৈরি হয়েছে লামিনে ইয়ামালকে একটি গোল না দেওয়ায়। ম্যাচের তখন ২৮ মিনিট। রিয়াল-বার্সা ১-১ গোলে সমতায়। ৬ মিনিটে ক্রিস্টেনসেনের গোলে এগিয়ে যাওয়া বার্সার বিপক্ষে রিয়াল ১৮ মিনিটে সমতায় ফেরে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের গোলে। এরপর ২৮ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত বার্সা। রাফিনিয়ার কর্নারে অসাধারণ এক ফ্লিক করে রিয়ালের গোলের দিকে বল পাঠান ইয়ামাল। সেটি গোললাইন থেকে কোনোমতে বাইরে পাঠান রিয়ালের গোলকিপার আন্দ্রে লুনিন। বার্সেলোনার দাবি, ওটা গোল ছিল। কিন্তু রেফারি ভিএআরের সাহায্য নিয়ে গোল না দিয়ে বার্সেলোনাকে কর্নার দেন। এর পর থেকেই বিতর্কের শুরু। অনেকেই লা লিগার সভাপতি হাভিয়ের তেবাসকে ধুয়ে দিয়েছেন স্পেনের শীর্ষ লিগে গোললাইন প্রযুক্তি না রাখায়। এসব আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন ইয়ামালকে গোল না দেওয়ার একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সেই ব্যাখ্যা অবশ্য তারা কোনো মন্তব্য করে বা বিবৃতির মাধ্যমে দেয়নি। রেফারি ভিএআর দেখার পর কেন গোল দেননি, সেটাই বোঝাতে চেয়েছে তারা। এ কারণে ভিএআরের অডিও প্রকাশ করেছে স্প্যানিশ এফএ। সেই অডিও থেকে জানা গেছে, ভিএআর রেফারি সানচেজ মার্তিনেজ মাঠের রেফারি সোতো গার্দোকে আসলে কী বলেছিলেন। স্প্যানিশ এফএর প্রকাশ অডিওতে মার্তিনেজকে বলতে শোনা গেছে, ‘বল যে পুরোপুরি (গোলের) ভেতরে ঢুকেছে, এর কোনো প্রমাণ নেই।’ রিয়ালের কাছে এবারের এল ক্লাসিকোর হারটি মানতেই পারছে না বার্সেলোনা। ক্লাবটির সমর্থক থেকে শুরু করে কোচ-কর্মকর্তা, এমনকি সভাপতি পর্যন্ত মনে করছেন, তাঁদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা তো ম্যাচটি আবার আয়োজনেরই দাবি জানিয়েছেন! ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে বার্সেলোনা কোচ বলেছিলেন, তাঁরা নিজেদের অবিচারের শিকার মনে করছেন। এদিকে বার্সেলোনার সভাপতি লাপোর্তা কাল এক ভিডিও বার্তায় ম্যাচটি আবার আয়োজনের অনুরোধ করেছেন। চার মিনিটের ভিডিও বার্তাটি বার্সেলোনা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। সেখানে তিনি রিয়ালের বিপক্ষে ক্লাসিকোতে ভিএআরের ব্যবহার নিয়ে অভিযোগ করেছেন। এরই মধ্যে বার্সেলোনা ম্যাচের ২৮ মিনিটের সেই ঘটনার সব অডিও ভিজুয়াল ডকুমেন্ট স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনকে পাঠিয়েছে। একই সঙ্গে লাপোর্তা তাদের কাছে ম্যাচটি পুনরায় আয়োজনের আনুষ্ঠানিক অনুরোধও করেছেন। ম্যাচের ৬ মিনিটেই ক্রিস্টেনসেনের গোলে পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের ১৮ মিনিটের গোলে সমতায় ফেরে তারা। এরপর ২৮ মিনিটে ঘটে ওই ঘটনা। গোললাইন বিতর্ককে পেছনে ফেলে ৬৯ মিনিটে ফেরমিন লোপেজের গোলে আবারও এগিয়ে গিয়েছিল বার্সেলোনা।

বক্স অফিস

প্রচারে ফের ডিপ ফেক, এবার আল্লু অর্জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ ভিড়ে ঠাসা রাস্তা। তাতেই সুসজ্জিত ট্যাবলো। আর ট্যাবলোর উপরে ‘পুষ্পা’ স্টার আল্লু অর্জুন। এমনই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ক্যাপশনে আবার দাবি করা হচ্ছে, লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের হয়ে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েছেন দক্ষিণাত্যের সুপারস্টার। সত্যিই কি তাই? উত্তর, না। তা নয়। তাহলে কী আমির খান ও রণবীর সিংয়ের মতো ‘ডিপ ফেক’ ভিডিও? নাকি সোলাপুরের কংগ্রেস প্রার্থী প্রনীতি শিন্ডে যেমন শাহরুখ খানের ‘লুক আ লাইক’ ইব্রাহিম কাদরিকে ব্যবহার করেছেন তেমন কোনও ঘটনা? কোনওটাই নয়। আসলে এ ভিডিও কংগ্রেসের প্রচারেরই নয়। আল্লুর পুরনো এক ভিডিও যা শেয়ার করে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। নেটদুনিয়ায় একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে, আল্লুর এই ভিডিও ২০২২ সালের। আর নিউ ইয়র্কে তোলা। সেখানে প্রবাসী ভারতীয়রা ইন্ডিয়া ডে প্যারেডের আয়োজন করেছিলেন। আর দক্ষিণী তারকা গিয়েছিলেন এই প্যারেডের গ্র্যান্ড মার্শাল হয়ে। পাশে আল্লুর স্ত্রী স্নেহাও ছিলেন। মাস্টার্ড রঙের শাড়ি পরেছিলেন তিনি। হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। উল্লেখ্য, ভোটের বাজার গরম করতে সোশাল মিডিয়ায় দেদার ছড়াচ্ছে তারকাদের ভুয়ো ভিডিও। কখনও এর জন্য ‘ডিপ ফেক’-এর ব্যবহার করা হচ্ছে, কখনও আবার এমন পুরনো ভিডিও ভুয়ো তথ্য দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সোমবার মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখায় নিজের ভাইরাল ‘ডিপ ফেক’ ভিডিওর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন রণবীর সিং। আল্লুর পক্ষ থেকে এখনও এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। আপাতত তারকার অনুরাগীরা ‘পুষ্পা: দ্য রুল’ সিনেমার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। সুকুমার পরিচালিত ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ১৫ আগস্ট।

‘ব্যাড বয়’ বাদশা, ‘সানিয়া মির্জার বদলা?’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ ভারতীয় বিনোদুনিয়ায় কড়াভাবে নিষিদ্ধ পাকিস্তানি শিল্পীরা। এদিকে পাক মুলুকের নায়িকার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন র‍্যাপার বাদশা। আরব আমিরশাহী থেকে ফাঁস ‘ব্যাড বয়’-এর কীর্তি! স্বদেশে নয়, বরং দুবাইয়ে গিয়েই একসঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন পাক নায়িকার সঙ্গে ভারতীয় গায়ক। কে সেই পাকসুন্দরী প্রেমিকা? যাঁকে নিয়ে বাদশা অনুরাগীদের মধ্যে শোরগোল! পাকিস্তানের জনপ্রিয় শিল্পী হানিয়া আমির। সোশাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী র‍্যাপার বাদশার সঙ্গে সময় কাটানোর একগুচ্ছ ছবি-ভিডিও শেয়ার করেছেন। এক ভিডিওতে তাঁকে রসিকতার মাঝে ভালোবাসার ইস্তেহার করতেও শোনা গেল। আর সেখান থেকেই বাদশার প্রেমের গুঞ্জন তুঙ্গে। গত ডিসেম্বর মাস থেকেই যদিও পাক নায়িকার সঙ্গে বলিউড র‍্যাপারের ‘ডুবে ডুবে জল খাওয়ার’ গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তবে এবার সম্ভবত সেই জল্পনাতেই সিলমোহর পড়ল! হানিয়া আমিরের শেয়ার করা ছবি-ভিডিওই জল্পনাযজ্ঞে ঘৃতাহুতি করল। গত ১৯ এপ্রিল ইনস্টাগ্রামে মন খারাপের কথা জানিয়েছিলেন পাক অভিনেত্রী। আর তার ঠিক দুদিনের মাথায় ২১ এপ্রিল হানিয়া আমির বাদশার সঙ্গে একাধিক ছবি-ভিডিও শেয়ার করে লেখেন,

“চণ্ডীগড় থেকে উদ্ধার করার মানুষ এল।” হানিয়ার পরনে বেইজ রঙের টপ, নীল জিনস। পাশেই কালো পোশাকে কেতাদুরস্ত লুকে বাদশা। দুবাইয়ে আসলে এক কনসার্টের জন্য গিয়েছেন বাদশা। র‍্যাপারের গানের মাঝেই হানিয়া বলেন, ‘লাভ ইউ বাদশা।’ ক্যাপশনে লেখা, ‘কনসার্ট টাইম।’ তাতে প্রতিক্রিয়াও দেন ভারতীয় গায়ক। সেসব দেখেশুনেই বাদশা অনুরাগীদের উল্লাস। কেউ কেউ তো আবার ‘দাদা-বউদি’ বলে সম্বোধনও করে বসলেন। কারও কৌতূহল, ‘বউদিকে কবে ভারতে নিয়ে আসছেন আপনি?’ অনুরাগীদের একাংশ আবার, বাদশা-হানিয়া জুটিকে ‘কিউট কাপল’ বলেও সম্বোধন করলেন। হানিয়া আমির পাকিস্তানের টিভি শো এবং সিনেমায় অভিনয় করে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

৭ বছর লড়াই, জিতলেন শাহরুখ ভক্তরা

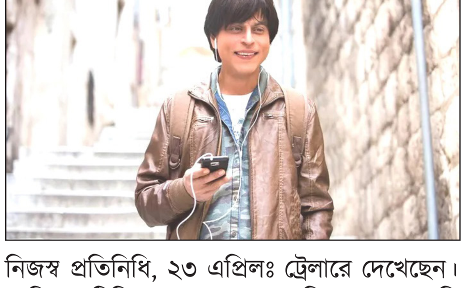

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ ট্রেলারে দেখেছেন। রেডিও, টিভিতেও শুনেছেন। কিন্তু ফ্যান ছবি দেখতে গিয়ে দেখেন, সিনেমা থেকে বাদ ‘জবরা ফ্যান’ গান! ব্যস, স্বপরিবারে হতাশ শাহরুখের অন্ধভক্ত আফরিন ফতিমা জায়দি। তবে হতাশ হয়ে চুপচাপ বসে থাকেননি ফতিমা। বরং মামলা ঠুকেছিলেন শাহরুখের ‘ফ্যান’ ছবির প্রযোজক সংস্থা যশরাজ ফিল্মসের বিরুদ্ধে। আরফিন স্পষ্ট আদালতে জানিয়ে ছিলেন প্রতারণা করেছেন যশরাজ! ৭ বছর আগেকার এই মামলার নিস্পত্তি ঘটল সোমবার। রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার জাতীয় উপভোক্তা বিরোধ নিস্পত্তি কমিশনের রায়কে খারিজ করে দেয় বিচারপতি পিএস নরসিংহ ও অরবিন্দ কুমারের বেঞ্চ। শাহরুখ অভিনীত ‘ফ্যান’ ছবির বিজ্ঞাপন দেখে দারুণ উৎসাহ পেয়েছিলেন আরফিন ও তাঁর পরিবার। অনেক প্ল্যান করে দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা হলে বেশি টাকার টিকিট কেটে দেখতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু গোটা ছবি দেখার পর বুঝতে পারেন, তাঁদের প্রিয় গান ‘জবরা’ ফ্যান, ছবি থেকে বাদ পড়েছে! এই ঘটনা একেবারেই মানতে পারেননি আরফিন। সোজা মামলা ঠুকেছিলেন আদালতে। ২০১৭ সালে বিষয়টি নিয়ে জেলা স্তরে উপভোক্তা কমিশনে অভিযোগ করেন আরফিন। কিন্তু তার পর বিষয়টি রাজ্য স্তরে পৌঁছয়। পরে জাতীয় উপভোক্তা কমিশনের তরফে প্রযোজনা সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, আরফিনকে ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ এবং আনুষঙ্গিক আইনি খরচ বাবদ আরও ৫ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য।

এই বয়সে লুকিয়ে প্রেম নিবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৩ এপ্রিলঃ পার্কে বেড়াতে গিয়ে অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্যকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলেন অভিনীত শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।। অভিনেত্রীকে সরাসরি বলেই ফেললেন, “উইল ইউ ম্যারি মি? আপনি কি আমাকে বিয়ে করবেন?” এই কথা শোনার পর অপরিচিত লজ্জায় লাল হয়েছেন। আকাশ থেকে পড়েছেন তিনি। তারপর ধীরে-ধীরে শাশ্বত ঢুকতে শুরু করে দিয়েছেন অপরাজিতার হৃদয়ে। তা হলে কি সত্যি-সত্যি অপরাজিতার সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন শাশ্বত? এ কী পরকীয়া, নাকি নেপথ্যে আছে অন্য কিছু? নিজ-নিজ সংসারে সুখে আছেন অপরাজিতা এবং শাশ্বত। অপরাজিতা হলে তাঁর শ্বশুরবাড়ির সকলের নয়নের মণি। শাশ্বতও তাই। তাঁকে ছাড়া অন্ধকার পরিবার। এই দুই তারকা শিল্পী একে-অপরের দারুণ ভাল বন্ধু এবং সহ-অভিনেতা। ব্যাস, এইটুকুই। এর মধ্যে নেই কোনও প্রেমের সমীকরণ। তা হলে শাশ্বত কেন বিয়ে করতে চাইলেন অপরাজিতাকে? নেপথ্যে আছে একটি ছবি। সেই ছবিরই সংলাপ ‘উইল ইউ ম্যারি মি?’ ছবির নাম ‘এটা আমাদের গল্প’। যেখানে শাশ্বত এবং অপরাজিতাকে পর্দায় প্রেম করিয়েছেন অভিনেত্রী মানসী সিনহা। মানসী একজন দুঁদে অভিনেত্রী। পরিচালনাতেও নেমেছেন সম্প্রতি। অভিনেত্রীর পরিচালনাতেই তৈরি হয়েছে ‘এটা আমাদের গল্প’ ছবিটি। মুক্তি পেয়েছে ছবির ট্রেলার। এবং সেই ট্রেলারেই এই দেখা যাচ্ছে, অপরাজিতাকে প্রেম প্রস্তাব দিচ্ছেন শাশ্বত। ছবিতে অপরাজিতা এক খিটখিটে বৃদ্ধা। তাঁর জীবন থেকে সমস্ত রং হারিয়ে গেছে। হঠাৎ করেই পার্কে তাঁর আলাপ হয় শাশ্বত অভিনীত চরিত্রটির। দুই অভিনেতারই চুলে পাক ধরিয়ে দিয়েছেন পরিচালক। সাদা-কালো চুল নিয়ে অদ্ভুত দেখতে লাগছে শাশ্বতকেও। ট্রেলারের একটি দৃশ্যের দেখা যায় অপরাজিতাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছেন শাশ্বত। আসলে সম্পর্ক শুধু দু’টি মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে না, বরং তা গড়ে ওঠে দু’টি পরিবারের মধ্যে। পরিবার আপন করে নিতে না পারলে হাজার যোজন ভালবাসা কি সেটা করতে পারে? শেষমেশ কি তাঁদের বিয়ে হবে? উত্তর দেবে ‘এটা আমাদের গল্প’ ছবিটি।